ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

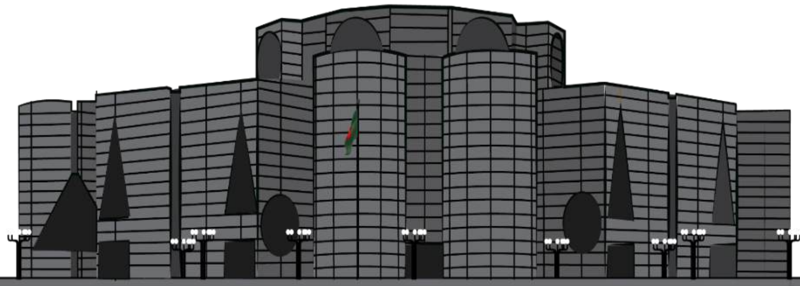

মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক, মোঃ সহিদুল ইসলাম, মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, রিফাত রহমান, কে. এম. রফিকুল ইসলাম, জাফর সাদিক আকন্দ

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা ও পদ্ধতি

- সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ নির্বাচন
- টিআইবি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ধারাবাহিক গবেষণা করছে
- এই প্রেক্ষিতে টিআইবি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং এবং নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতিভিত্তিক দুটি পৃথক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত গবেষণা পরিচালনা করছে
- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ, বিভিন্ন অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি আইন-কানুন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনার জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে
- এই দুটি গবেষণায় বিভিন্ন অংশীজনদের ভূমিকা (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও গণমাধ্যম), রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন, নির্বাচনি ব্যয় এবং প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে
- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং-এর উদ্দেশ্যে মোট ৩০০টি সংসদীয় আসন থেকে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৭০টি আসন নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে
- নির্বাচন কমিশনের প্রার্থীদের জমাদানকৃত হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ করে ডেটা প্রক্রিয়াকরণে পাইথন ও পাওয়ার কোয়েরি এবং ডেটা বিশ্লেষণে পাওয়ার বিআই ব্যবহার করা হয়েছে।

নমুনা আসনের বিভাগভিত্তিক বন্টন ও ভৌগলিক অবস্থান

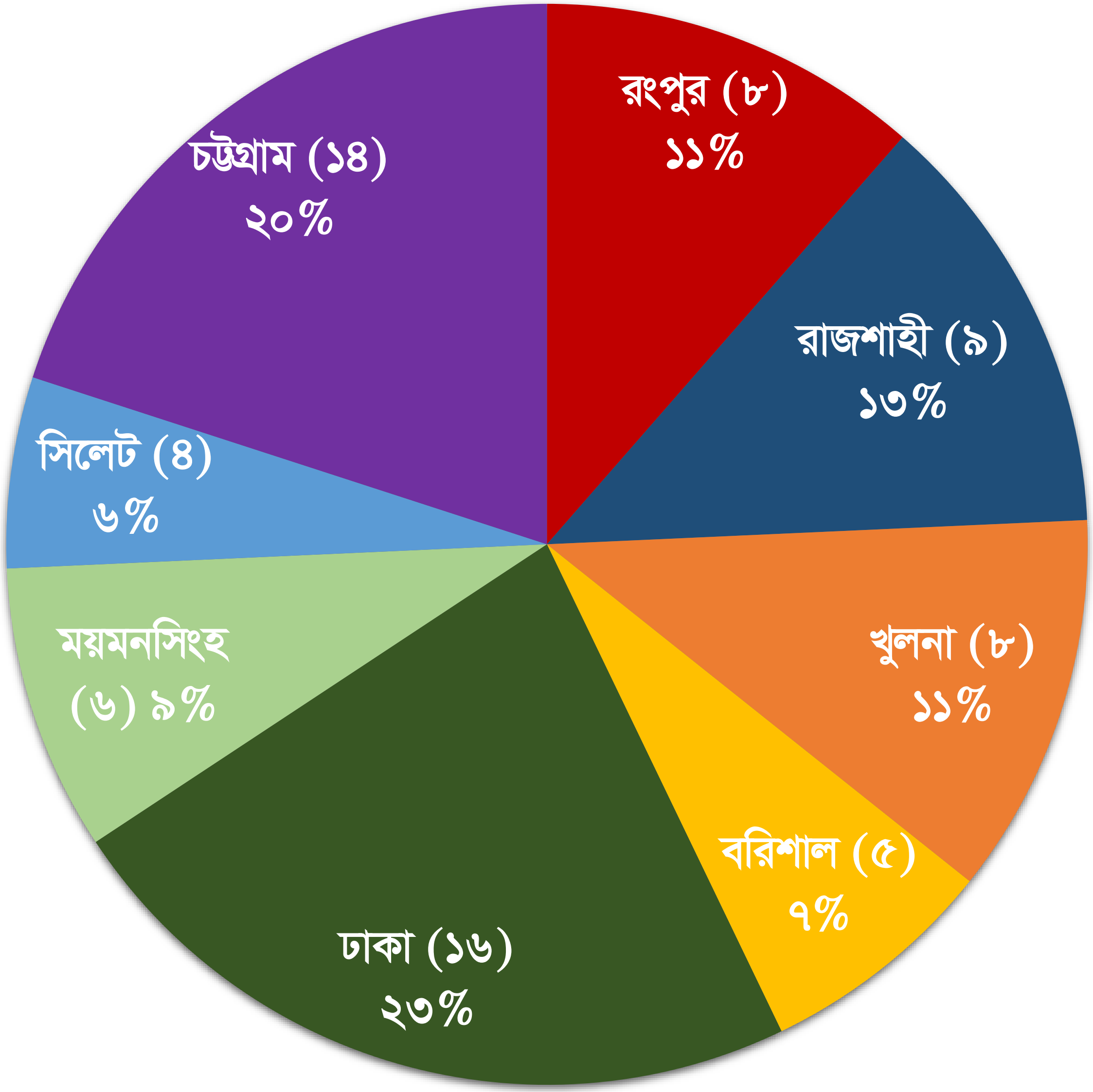

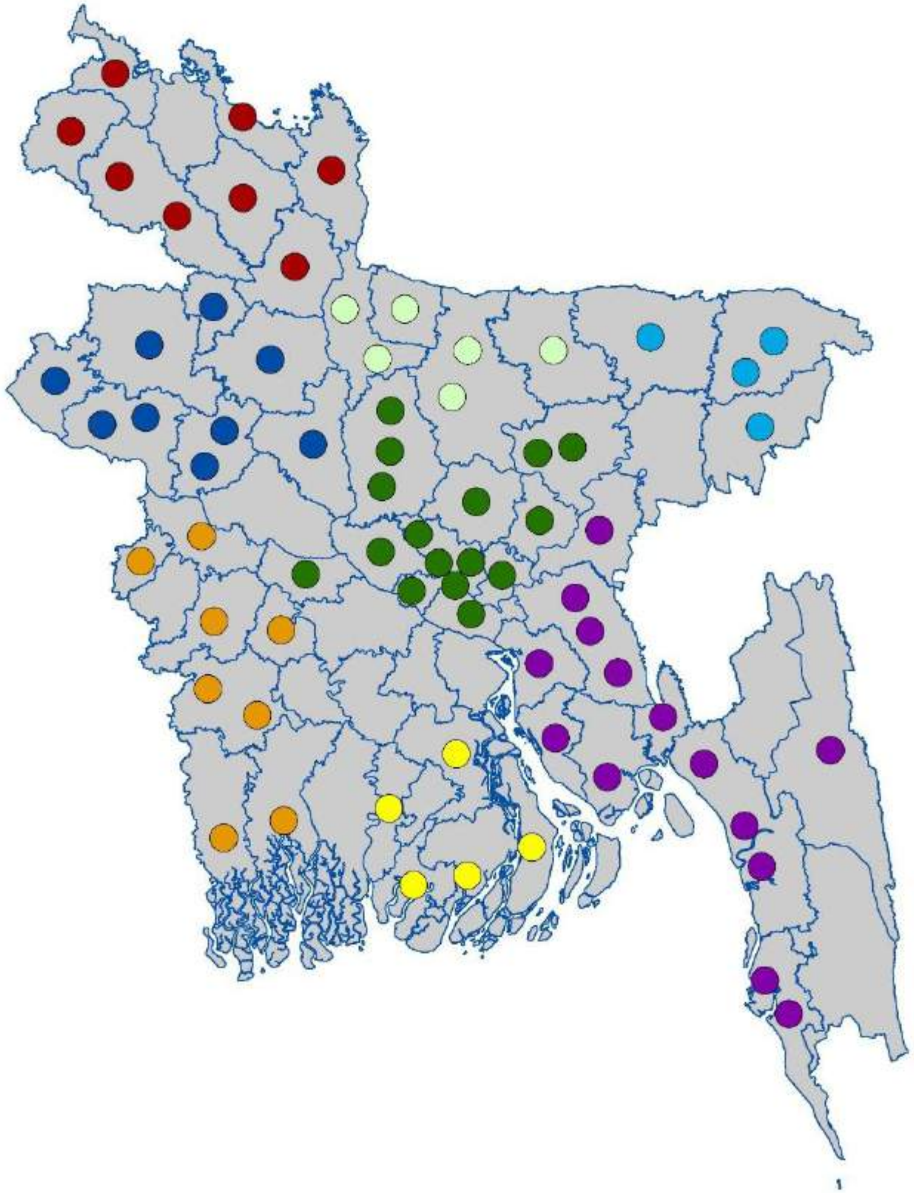

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

- পর্যবেক্ষক নিবন্ধন কার্যক্রমে ত্রুটি- নাম সর্বস্ব এবং দলীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পূর্বে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন প্রদান
- নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রভাব; একাধিকবার আবেদনের পরও অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে দুইজন উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে
- বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ব্যয়ভার নির্বাচন কমিশনের বহনের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত, যা কর্তৃত্ববাদী আমলের চর্চার ধারাবাহিকতা হিসেবে সমালোচিত; কমিশন এবং পর্যবেক্ষকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব
- রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি; নিবন্ধন পাওয়া কিছু নতুন রাজনৈতিক দলের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়নি। নিবন্ধনের শর্তপূরণ এবং যোগ্যতা নিয়ে অভিযোগ যা গণমাধ্যমে প্রকাশসহ বিতর্ক; প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে রাজনৈতিক দল অসন্তোষ প্রকাশ করেছে
- প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, দ্বৈত নাগরিকত্ব, সম্পদ, বিদেশে আয় ও সম্পদ, ঋণ, দায় সংক্রান্ত তথ্যের উপর টিআইবি'র প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণসহ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা সঠিকভাবে যাচাই হয়নি, হবে কিনা, এবং ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

- মনোনয়ন বৈধতার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সর্বাধিক আপিল ও নামঞ্জুর; এক শতাংশ সমর্থকের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও যাচাইয়ের সময় তাদের না পাওয়া এবং স্বাক্ষরে অসামঞ্জস্যতার অজুহাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের অভিযোগ

রাজনৈতিক দল/ প্রার্থী	মনোনয়ন বাছাই		পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল ও ফলাফল	
	জমা (জন)	বাতিল (জন/শতাংশ)	আপিল	মঞ্জুর (জন/শতাংশ)
স্বতন্ত্র	**৪৭৮**	**৩৫০ (৭৩.২২%)**	**২৬৩**	**১৬৫ (৬২.৭%)**
বিএনপি	৩৩১	২৭ (৮.১৬%)	৯	৩ (৩৩.৩%)
এনসিপি	৪৪	২ (৪.৫৫%)	২	২ (১০০.০%)
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৭৬	৯ (৩.২৬%)	৯	৮ (৮৮.৯%)
গণঅধিকার পরিষদ	১০৪	২৮ (২৬.৯২%)	২৩	২০ (৮৬.৯%)
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৬৮	৪১ (১৫.৩০%)	৩৯	৩৬ (৯২.৩%)
জাতীয় পার্টি	২২৪	৫৭ (২৫.৪৫%)	৫৩	৩৪ (৬৪.১%)

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

- নির্বাচনি সমঝোতা, জোট, কোন্দল ও রাজনৈতিক বিভাজন; প্রার্থীদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিচার না করে মনোনয়ন প্রদানের অভিযোগ; সক্রিয় ও দলের প্রতি অধিক অবদান রাখা প্রার্থীরা মনোনয়ন বঞ্চিতের দৃষ্টান্ত; মনোনয়ন বঞ্চিতদের আন্দোলন, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা- ক্ষমতার রাজনীতির দৃষ্টান্ত
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মিথ্যা সহিংসতার তথ্য প্রচার, অস্থিতিশীলতা তৈরি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করা এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে এআই ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত ফটোকার্ড ও ভিডিও দিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে অপপ্রচার
- রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার; নারীকে অবমাননা করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট এবং তা নিয়ে বিতর্ক; নারী প্রার্থীদের প্রচারণায় বাধা প্রদান, অশালীন, নারীবিদ্বেষী মন্তব্য ও প্রচারণা, প্রচারণা সামগ্রী ছেঁড়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অধিকতর অশ্লীলতা ও ধর্মান্ধ হয়রানি
- নির্বাচনের দিন ব্যবহারের জন্য অবৈধ সিলসহ রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার; ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভিযোগ প্রতিপক্ষের
- **নির্বাচনের আগের দিন** দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিপুল পরিমাণ অর্থসহ গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা; ভোটারদের প্রভাবিত করতে নগদ অর্থ বিতরণ ও বিতরণের সময় নেতা-কর্মীরা গ্রেফতার
- ক্ষেত্রবিশেষে, ভোটারদের হুমকি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী-নেতা-কর্মীরা বক্তব্য প্রদান করেছেন; এছাড়া, অস্ত্রসহ নেতা-কর্মী গ্রেফতার, কিছু আসনে প্রতিপক্ষের নির্বাচনি অফিস এবং ভোটকেন্দ্রে হামলা, কেন্দ্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা
- ১১ দলীয় জোটের ভোট গণনায় অনিয়মসহ ১০ শতাংশ পর্যন্ত কারচুপির অভিযোগ- কেন্দ্র দখল ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোট গণনায় ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ, ৩০ আসনে ভোট পুনরায় গণনার দাবি

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

- অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক নিবন্ধন স্থগিতসহ আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; অন্যদিকে জুলাই অভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণার অবস্থানে আওয়ামী লীগের অবিচল অবস্থান
- একইভাবে নির্বাচনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ কর্তৃক অবৈধ ও প্রতিহত করার ঘোষণা ও তৎপরতা এবং নির্বাচন ও নির্বাচনি পরিবেশে আওয়ামী লীগের নেতিবাচক ভূমিকায় সক্রিয় উপস্থিতি
- অন্যদিকে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন প্রতিহত করার অবস্থান স্বত্বেও মাঠপর্যায়ে তাদের কর্মী-সমর্থকেরা নির্বাচনে ভোটার হিসেবে অংশ নিয়েছেন। যদিও একাংশ ভোট বর্জন করে থাকতে পারেন, যা সাধারণ ভোটারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য
- মাঠপর্যায়ে আওয়ামী লীগের ভোট টানার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের অনেকেই, বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াত জোট এবং জাতীয় পার্টিসহ দল ও প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছে। এতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও সাড়া দিয়েছেন এবং অনেকক্ষেত্রে নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী কোনো কোনো দলে যোগদান ও প্রচারণায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন
- ফলে আওয়ামী লীগ একদিকে দল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতিবাচক, এবং অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিকভাবে দলটির নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ভোটসহ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। উভয় ভূমিকার ক্ষেত্রে দলটির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা বিদ্যমান ছিল।

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা

- যৌথ বাহিনীর অভিযান চললেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি; ছিনতাই, রাহাজানি, মব সহিংসতা অব্যাহত
- তফসিল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী হত্যাকাণ্ডের শিকার; দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রতিপক্ষের উপর হামলা, গুলিবর্ষণ, হত্যাকাণ্ড অব্যাহত; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্লিপ্ততা এবং নির্বাচনি পরিবেশ তৈরিতে তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

সরকারি কর্মচারী, নির্বাচন আয়োজনে জড়িত ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

- দুর্নীতি দমন কমিশন হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য যাচাই বাছাই করে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই
- বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষকগণ দলীয় রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছেন
- সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় অংশগ্রহণ এবং গান ও গজল গেয়েছেন
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচনের পূর্বে নির্দিষ্ট কিছু আসনে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ করেছে- ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ, যা পদত্যাগ-পূর্ব উপদেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ত্বের বিবেচনায় বিতর্কিত
- দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারি প্রিজাইডিং অফিসাররা বিবিধ অনিয়ম
  - নির্বাচনের আগের দিন কিছু আসনে প্রতিপক্ষের নেতার সাথে গোপন বৈঠক ও আপ্যায়ন গ্রহণ
  - নির্বাচনের দিন ব্যালটে সিল মারা, ব্যালট পেপারে আগে থেকে স্বাক্ষর ও সিল মারাসহ জাল ভোট প্রদানে সহায়তা প্রদান

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা

- প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে নির্বাচন হয়েছে এবং ২০০৮ সালের পর বিশ্বাসযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন,কমনওয়েলথসহ দেশি-বিদেশি মিশনগুলোর পর্যবেক্ষণ

গণমাধ্যমের ভূমিকা

- সরকারি প্রচারমাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল ও দলীয় প্রধানের কার্যক্রমের অধিক কাভারেজ প্রদান করেছে এবং নির্বাচনি প্রচারণায় দৃশ্যমান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে
- অন্যান্য প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলোতে নির্বাচনি প্রচারণার কাভারেজে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রচারণার ছবি এবং সংবাদের আধিক্য ছিল
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ বেশিরভাগ গণমাধ্যমে কম পরিবেশন

- ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের পেছনে মোট ব্যয়িত সময়- ৫৯৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড; যার মোট প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা; নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারে বিএনপি'র প্রাধান্য

রাজনৈতিক দল	পর্যায়			মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত** মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয়িত সময় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণার পূর্ব (১ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে অনুমোদিত সময়ের পূর্বে (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়কালে (২২ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)			
বিএনপি	১৪৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড	৯৮ মিনিট ৪০ সেকেন্ড	১১০ মিনিট ২ সেকেন্ড	৩৫২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড	৩,১৭,০২,৫০০	৫৯.৩২
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড	১৯ মিনিট ৩২ সেকেন্ড	৮১ মিনিট ৫ সেকেন্ড	১২৮ মিনিট ১৫ সেকেন্ড	১,১৫,৪২,৫০০	২১.৫৯
এনসিপি	৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড	৯ মিনিট ৮ সেকেন্ড	২২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৭০ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৬৩,৫৮,৫০০	১১.৮৯
জাতীয় পার্টি	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০	০.০০
স্বতন্ত্র	০ মিনিট	০ মিনিট	১০ সেকেন্ড	১০ সেকেন্ড	১৫,০০০	০.০৩
অন্যান্য দল*	২৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড	৫ মিনিট ৩ সেকেন্ড	১১ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড	৪২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড	৩৮,৩৪,০০০	৭.১৭
মোট	**২৩৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড**	**১৩২ মিনিট ২৩ সেকেন্ড**	**২২৫ মিনিট ৫২ সেকেন্ড**	**৫৯৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড**	**৫,৩৪,৫২,৫০০**	**১০০.০০**

*অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আছে এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, খেলাফত মজলিস, সিপিবি, ইনসানিয়াত বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ারকার্স পার্টি।

**বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে।

প্রার্থীর নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন

- ৯৯ শতাংশ প্রার্থী কোনো না কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন
  - মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যবিহীন প্রচারণা সামগ্রী ব্যবহার
  - যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি
  - প্রতিপক্ষ প্রার্থীর পোস্টার, ব্যানার বা ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা, নষ্ট করা
  - পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা

আচরণবিধির মোট 58টি বিষয়ে দলভিত্তিক প্রার্থীদের লঙ্ঘনের হার

আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় (সংখ্যা)	বিএনপি (৬৬)	এনসিপি (১১)	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৫২)	জাতীয় পার্টি (৬)	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (৩৫)	স্বতন্ত্র (১৪)	অন্যান্য (২৪)	সার্বিক (২০৮)
১-১০টি	১৯.৭%	৪৫.৫%	৭.৭%	৫০.০%	৪৮.৬%	১৪.৩%	৪৫.৮%	২৬.৪%
১১-২০টি	৩১.৮%	৫৪.৫%	৫১.৯%	৫০.০%	৩৪.৩%	২৮.৬%	২৫%	৩৮.০%
২১-৩০টি	৩০.৩%	-	২৮.৮%	-	৫.৭%	৩৫.৭%	১২.৫%	২১.৬%
৩১-৪০টি	১৩.৬%	-	১১.৫%	-	১১.৪%	১৪.৩%	১২.৫%	১১.৫%
৪০ ≥	৪.৫%	-	-	-	-	৭.১%	৪.২%	২.৫%

নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪০ শতাংশ আসনে একাধিক অনিয়মের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে

- এদের মধ্যে ২৮.৬ শতাংশ আসনে অনিয়ম এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনায় প্রার্থীর পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের; অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে ৭৫ শতাংশ আসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে

অনিয়মের ধরন*	আসনের শতকরা হার
ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৪৬.৪
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	৩৫.৭
জাল ভোট দেওয়া	২১.৪
বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা	২১.৪
ভোট গ্রহণের আগেই ব্যলটে সিল মারা	১৪.৩
বুথ দখল করা	১৪.৩
প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	১৪.৩
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ভোটারদের অসহযোগীতা	১০.৭
রিটার্নিং অফিসারসহ নির্বাচনে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম	১০.৭
তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা (ফোর-জি এবং থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ এবং সাংবাদিকদের মটরযান চলাচলে বাধা)	৭.১
ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের বাধা প্রদান	৭.১
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ	৭.১
ভোট গণনায় জালিয়াতির অভিযোগ	৭.১
ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া	৩.৬
নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান	৩.৬
অন্যান্য	৩.৬

*একাধিক উত্তর

- **নির্বাচনের দিনে কেন্দ্রগুলোতে সংঘটিত অনিয়ম**
  - স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীর ওপর হামলা, কেন্দ্রের বাইরে ভয়ভীতি প্রদর্শন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া
  - কিছু কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে নিজেরাই এজেন্ট সেজে বসে থাকা
  - বানোয়াট নিয়মের অজুহাতে ভোটারদের হেনস্তা করা, এক জনের ভোট অন্যজন প্রদান, ভোটের সময় টাকা বিতরণ
  - অনেকে একসাথে বুথে ঢুকে অবৈধভাবে ব্যালট পেপারে সিল মারা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক স্বতন্ত্র প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে ভয় দেখানো, এজেন্টদের হয়রানি করা ইত্যাদি
- এছাড়া, ভোটার তালিকার সাথে নাম ও ছবি না মেলায় অনেক ভোটার কেন্দ্রে গেলেও ভোট দিতে পারেননি
- কোনো ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত বা বন্ধ না হলেও দেশের কিছু স্থানে বিএনপি-জামায়াত এবং বিএনপি ও বিএনপি বিদ্রোহী প্রার্থী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ

নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত

নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের চিত্র)	সহিংসতার সংখ্যা
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ	৪৫
প্রতিপক্ষের ভোটার-কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন	৩৪
রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকের বাড়িঘর ও অফিস ভাঙচুর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ	১৮
একই দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষ	১৬
বোমা বা বিস্ফোরণের ঘটনা ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার ও গুলির ঘটনা	৫
প্রতিপক্ষ-সমর্থক-ভোটারদের থেকে জোরপূর্বক অর্থ বা চাঁদা আদায়	৩
ফলাফল প্রত্যাখান করে বিক্ষোভ	২
প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ	১
ধর্মীয় ও জাতীগত সংখ্যালঘু ভোটারদের উপর হামলা	১

দল এবং প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়: অন লাইন

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণার জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যয়

দলের নাম	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)				
	দলীয় পেজ	ব্যয় (টাকা) (১)	প্রার্থীর পেজ (সংখ্যা)	ব্যয় (টাকা) (২)	মোট ব্যয় (টাকা) (১+২)
বিএনপি	২১	১,২৪,৫২,৫৩২	১১১	১,৭৫,৩৪,৭৮০	২,৯৯,৮৭,৩১২
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৮	২৮,৬২,১৬০	১০৭	১,০৬,৫৬,২০০	১,৩৫,১৮,৩৬০
এনসিপি	৪	২৩,৪২৬	১৩	১০,৫৯,৪৫১	১০,৮২,৮৭৭
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৪	৭০,৮৯২	১৭	২০,০৮,৬৩৯	২০,৭৯,৫৩১
এবি পার্টি	২	৩,০৬৬	৫	৩,২৬,১২৬	৩,২৯,১৯২

নোট: মেটা প্লাটফর্মস থেকে তথ্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে ফেসবুক পেজসমূহের ব্যয়ের তথ্য সংকলন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যর বাইরে একাধিক পেজ এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা থাকতে পারে যা এই হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়

১ ডলার= ১২২.৬৫ টাকা

প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসন)

- প্রতি আসনে ভোটারপ্রতি ১০ টাকা হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয় সীমা ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭৭ টাকা
  - প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা গড়ে ব্যয় করেছেন ১ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৩২ টাকা
  - প্রার্থীরা সার্বিকভাবে ব্যয়সীমা থেকে গড়ে ৭৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৫৫ টাকা (১৬৯.৫ শতাংশ) বেশি ব্যয় করেছেন

রাজনৈতিক দল (প্রার্থীর সংখ্যা)	আসন অনুযায়ী গড় ব্যয় ও ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা (টাকায়/ ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে)					ব্যয়সীমা থেকে বেশি/কম ব্যয় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণার পূর্ব সময় (৪ - ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্যন্ত (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত (২২ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	সার্বিক ব্যয়	নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা	
বিএনপি (৬৬)	২০,৫২,২৮১	৩৭,৪৩,১৮০	১,৩১,১৮,০০১	১,৮৯,১৩,৪৬২	৪৪,২৪,৬৮৭	৩২৭.৫
স্বতন্ত্র (১৪)	৬৮,৫২,৯৪৩	১৪,৪৮,২৬৭	৯৩,৩৯,০৯৭	১,৭৬,৪০,৩০৭	৪২,৪৮,৯০৭	৩১৫.২
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৫২)	১৪,১১,৮৬০	১১,০৮,১৬৯	৮৬,০২,৪৩৩	১,১১,২২,৪৬২	৪২,৯২,৬২৯	১৫৯.১
জাতীয় পার্টি (৭)	৩,২১,০০০	৩,৬৪,০৪৫	৯২,৩৮,৩১৫	৯৯,২৩,৩৬০	৪৩,৪০,২৫০	১২৮.৬
অন্যান্য* (২৪)	২,০৯,৪০৬	৪,৯৭,৩৬৬	৬১,৮৫,৮৬২	৬৮,৯২,৬৩৪	৪৪,১৫,৭১৫	৫৬.১
এনসিপি (১১)	১,৯১,৬৭০	৩,৫২,৪০৪	৪৮,৮২,৬০৭	৫৪,২৬,৬৮১	৪৫,৫৯,৯৫১	১৯.০
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (৩৬)	৮,৩৬,০৮৯	৩,৪০,২৯৬	২৫,৯৫,৯৩১	৩৭,৭২,৩১৬	৪৬,৪৫,০৫৮	-১৮.৮

*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ, জনতার দল, জাসদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফলত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।

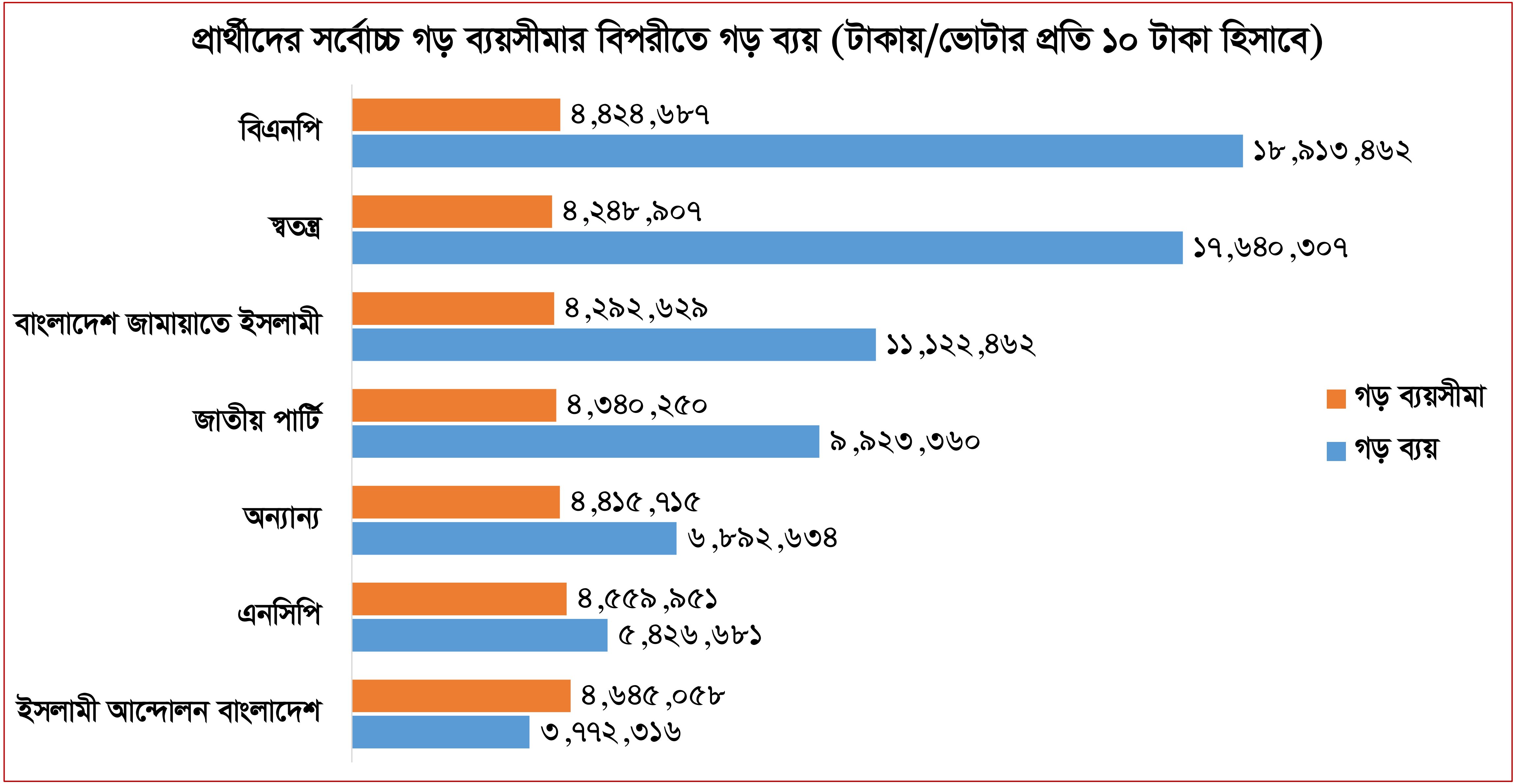
প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমার বিপরীতে গড় ব্যয় (টাকায়/ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে)
বিএনপি
৪,৪২৪,৬৮৭
১৮,৯১৩,৪৬২
স্বতন্ত্র
৪,২৪৮,৯০৭
১৭,৬৪০,৩০৭
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৪,২৯২,৬২৯
১১,১২২,৪৬২
জাতীয় পার্টি
৪,৩৪০,২৫০
৯,৯২৩,৩৬০
অন্যান্য
৪,৪১৫,৭১৫
৬,৮৯২,৬৩৪
এনসিপি
৪,৫৫৯,৯৫১
৫,৪২৬,৬৮১
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৪,৬৪৫,০৫৮
৩,৭৭২,৩১৬
গড় ব্যয়সীমা
গড় ব্যয়

- ৬৮.৬ শতাংশ (১৪৪ জন) প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়সীমা অতিক্রম; ব্যয়সীমা অতিক্রান্ত প্রার্থী গড়ে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০১ টাকা ব্যয়

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর ব্যয়সীমা অমান্যের হার ও তাদের গড় ব্যয় (ভোটার প্রতি ১০ টাকা ধরে)

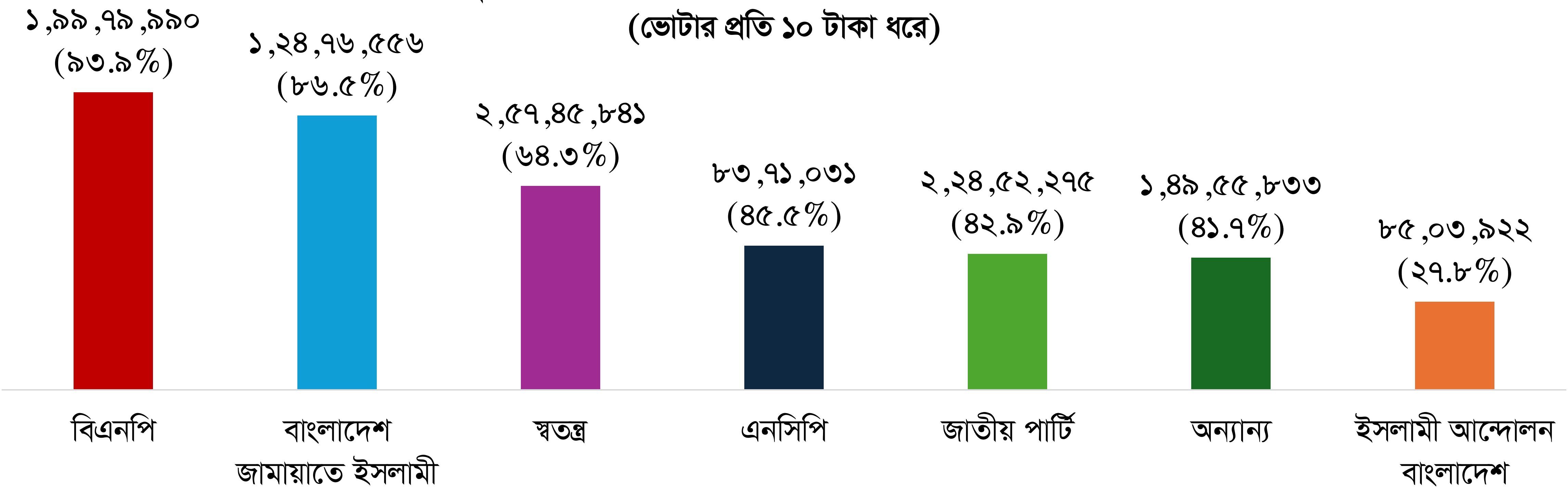

অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ, জনতার দল, জাসদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফলত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।

প্রার্থীদের খাতভিত্তিক নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়

ব্যয়ের খাত	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)
মনোনয়নের জন্য পার্টিতে চাঁদা	২,৫১,৬৪৩	৩,০৮,৯৪৮	-
একরঙা পোস্টার	১৫,২১৫	৮১৬	১১,৮৪৩
একাধিক রঙের পোস্টার	৬১,৯৯২	১,৭০৩	৩,৬১৬
ব্যানার	১,২৩,৩০৯	৬,৫৫১	৪,২১,৬৬৯
লিফলেট/হ্যান্ডবিল	৮১,৪০৭	১৭,৩৩৫	২,৬১,১০৭
বিলবোর্ড	১,০০,৯৯৬	১,৯০০	৯২,৮২৮
দেওয়াল লিখন	২,৫৩০	১৬৭	৮৫
র‍্যালি / মিছিল	১,০৬,৮২৬	৭২,৩৬৪	৪,৩৬,৮৫১
নির্বাচনি প্রতীক তৈরি ও প্রদর্শন	৬,১৮১	৭০৩	৩৭,৪১০
জনসভা	১,৯২,৫০২	৭৯,৮৭৪	৫,১৪,৬৮৪
মাইকিং	৩,৫৮৮	১,৫৪৬	৩,০৬,২৮৮
তোরণ	২৫,১৮৬	৩৩৩	৩,৫২৬
জনসংযোগ	১,২৮,৬৫০	৪,৫০,৯৮৫	১০,১৭,৩৬৩
যাতায়াত/পরিবহন ব্যয়	৪৩,৩০৯	১,০৫,৯০১	৭,৮১,১৭৮
আপ্যায়ন ব্যয়	৪০,৩৮৩	১,৩৪,০০৯	৮,৪০,৮১১
দলীয় এজেন্ট এবং কর্মীদের জন্য ব্যয়	১৮,০৬৫	২২,৬৯৭	১৭,০০,৫৯০
উৎসব	১৫,২১৪	৩০,৮৭৯	৩,৬৩৮
সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৪১,৩১৮	৮৬,৯০২	৩৮,৯৪৫
ফোনকল/ক্ষুদেবার্তা প্রদানে ব্যয়	৬১৬	২,০০৮	২৪,১৬৯
নির্বাচনি ক্যাম্প পরিচালনা ব্যয়	৩,৪৮৭	২৯,৮০৯	১১,৫৬,১৭৫
ফেস্টুন	১,৩০,৭৫০	১১,১২৫	১,৭০,৬৫৮
অন্যান্য	২,৪২,৪১৬	২,৮০,৯০৫	৭,৪৫,৮৫১

ত্রয়োদশ সংসদ: নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক দল

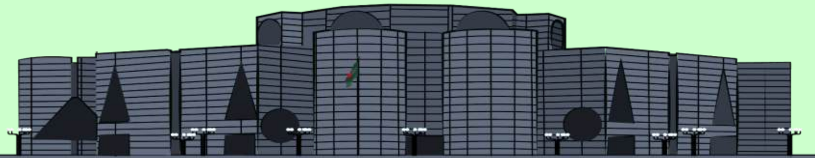

২৯৭

সংসদ সদস্য*

সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে

৯

রাজনৈতিক দল

* ১ আসনে নির্বাচন হয় নি
* ২ টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে

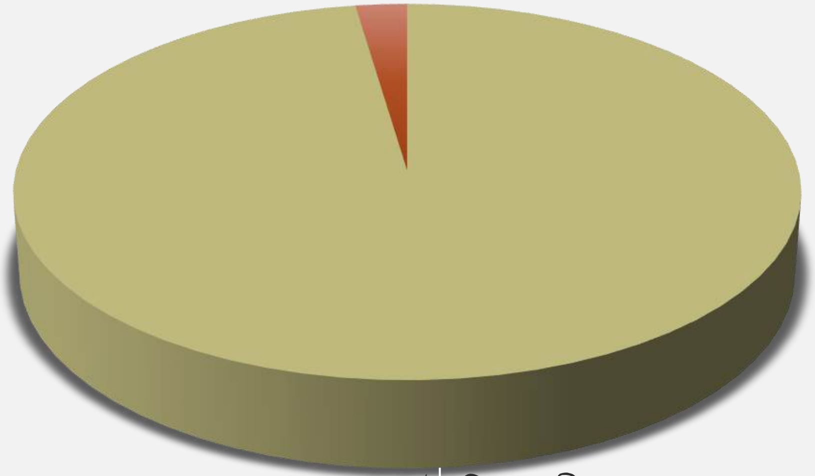

ত্রয়োদশ সংসদ : দল-ভিত্তিক সংসদ সদস্য

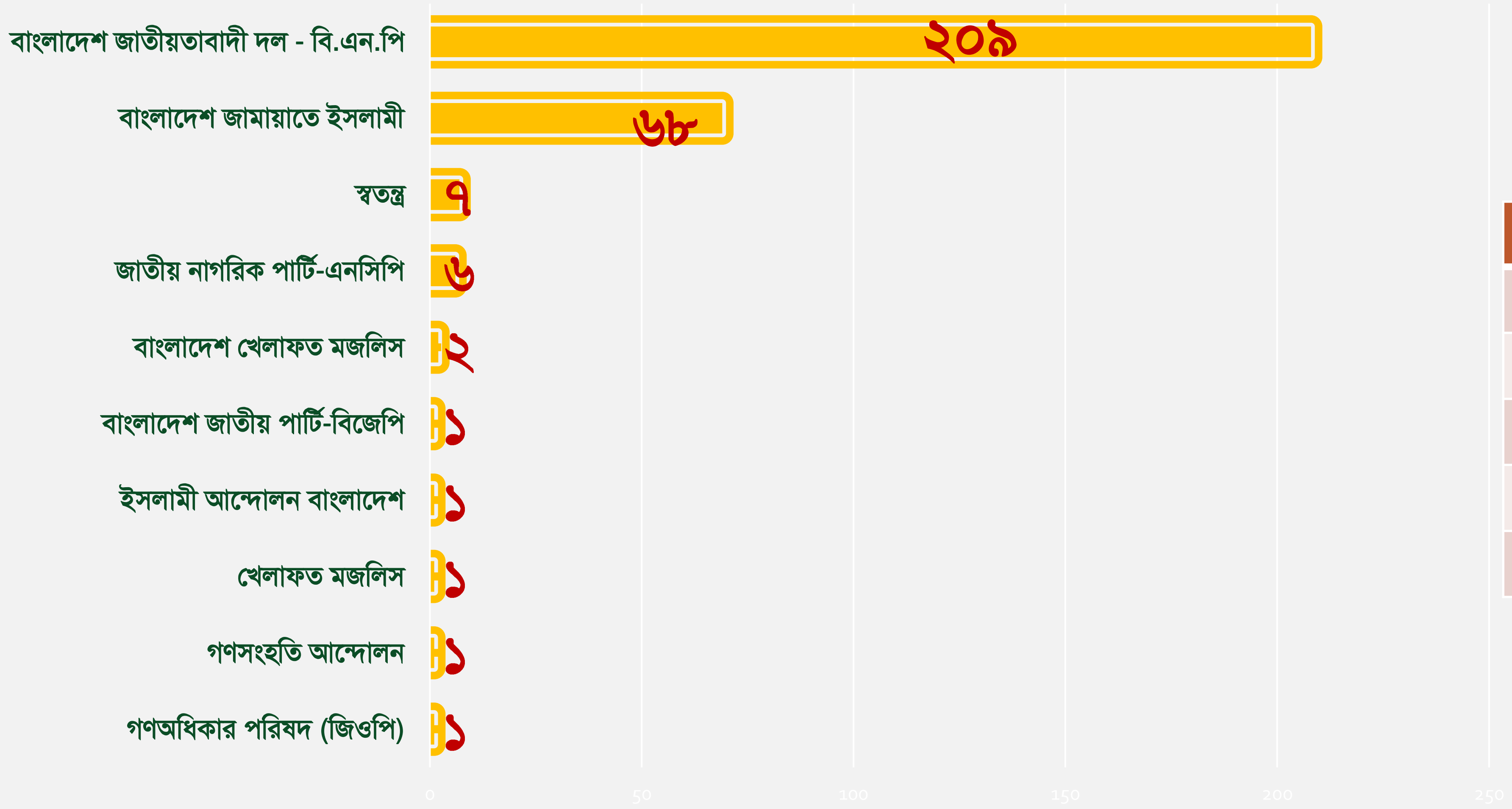

সংসদ	রাজনৈতিক দল
নবম	৮
দশম	৭
একাদশ	৯
দ্বাদশ	৫
ত্রয়োদশ	৯

নির্বাচনে বেশি সংখ্যক দলের অংশগ্রহণ দেখানোর প্রচেষ্টা করা হলেও সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসা রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ২০০৮ সালের পর থেকে কখনো ৯ এর বেশি ছিলো না।

ত্রয়োদশ সংসদ : নির্বাচিত নারী সদস্য

নারী ও পুরুষ সংসদ সদস্যদের অনুপাত

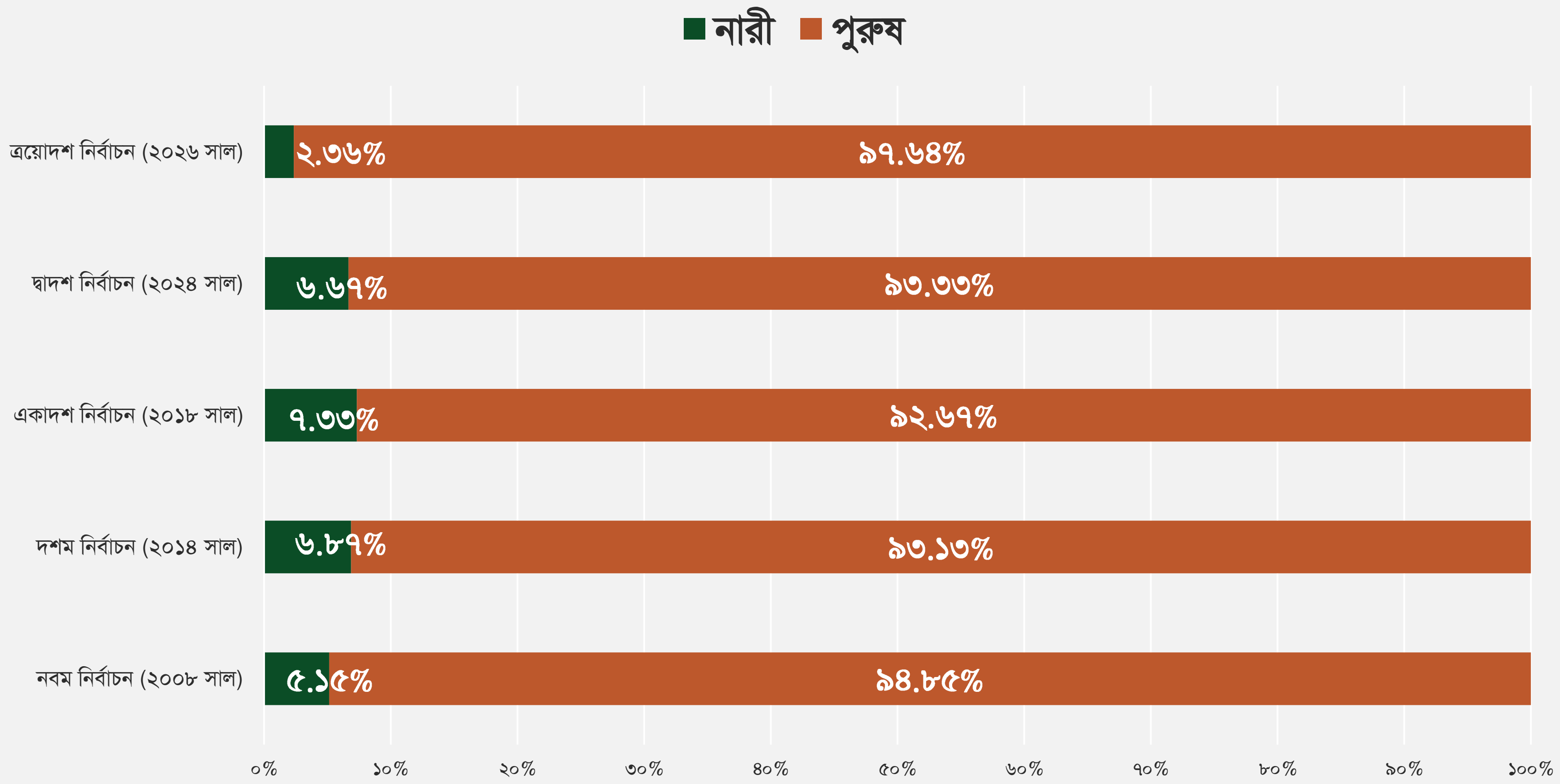

সংসদ	নারী সদস্য
নবম	১৪
দশম	২০
একাদশ	২২
দ্বাদশ	২০
ত্রয়োদশ	৭

* ৬ জন নারী বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য

* ১ জন নারী স্বতন্ত্র ভাবে নির্বাচন করে নির্বাচিত হয়েছেন

ত্রয়োদশ সংসদ: সংসদ সদস্যদের বয়স

সংসদ সদস্যদের গড় বয়স

৫৯

প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন

২০৯

সম্ভাব্য সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার দুইজনই প্রথমবারের মতো সংসদে যাচ্ছেন

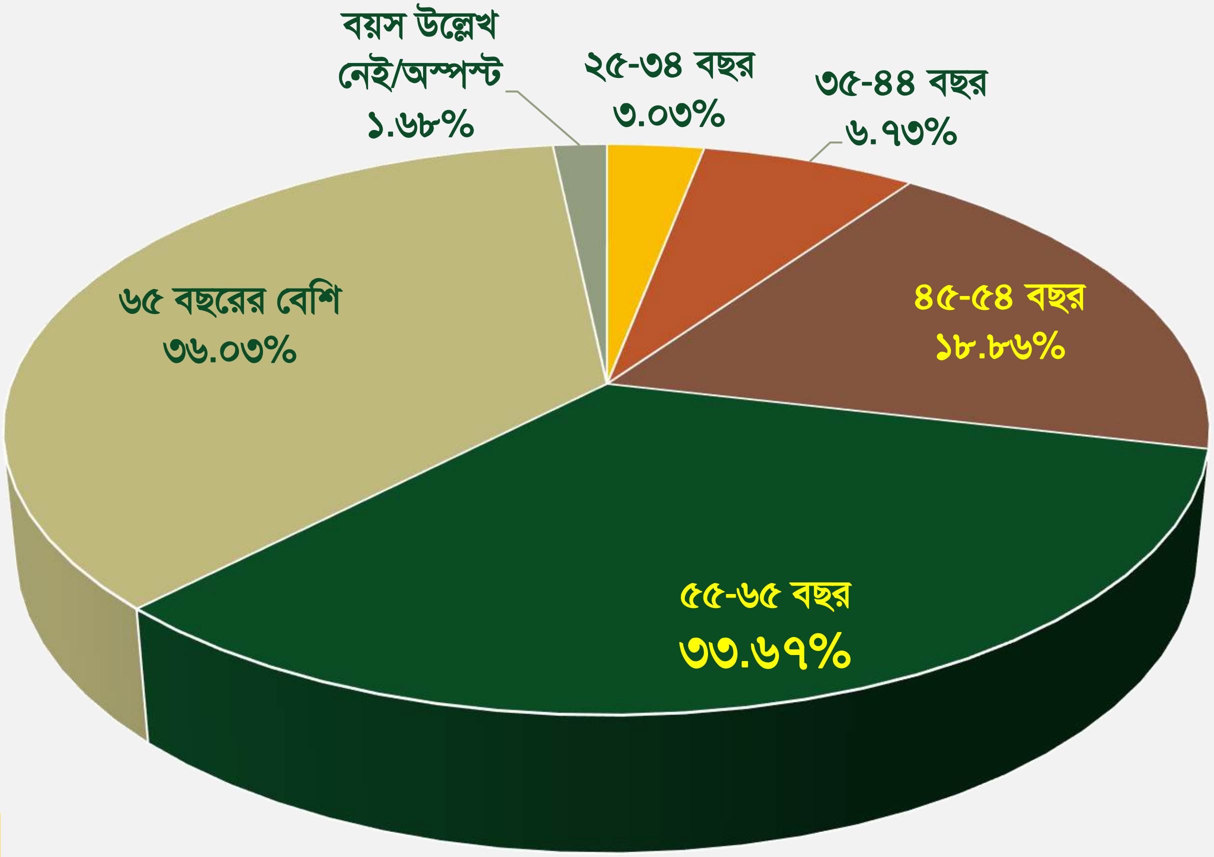

ত্রয়োদশ সংসদ: নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রায় ৮৪.৮৩ শতাংশ প্রার্থী স্নাতক স্নাতকোত্তর ও উর্ধ্ব ডিগ্রিধারী।
এর মধ্যে সবচে বেশি স্নাতকোত্তর ৪৪.৮৩ শতাংশ।

সংসদ	স্নাতক ও তদুর্ধ
নবম	৮১%
দশম	৮০%
একাদশ	৮১%
দ্বাদশ	৮৪%
ত্রয়োদশ	৮৪%

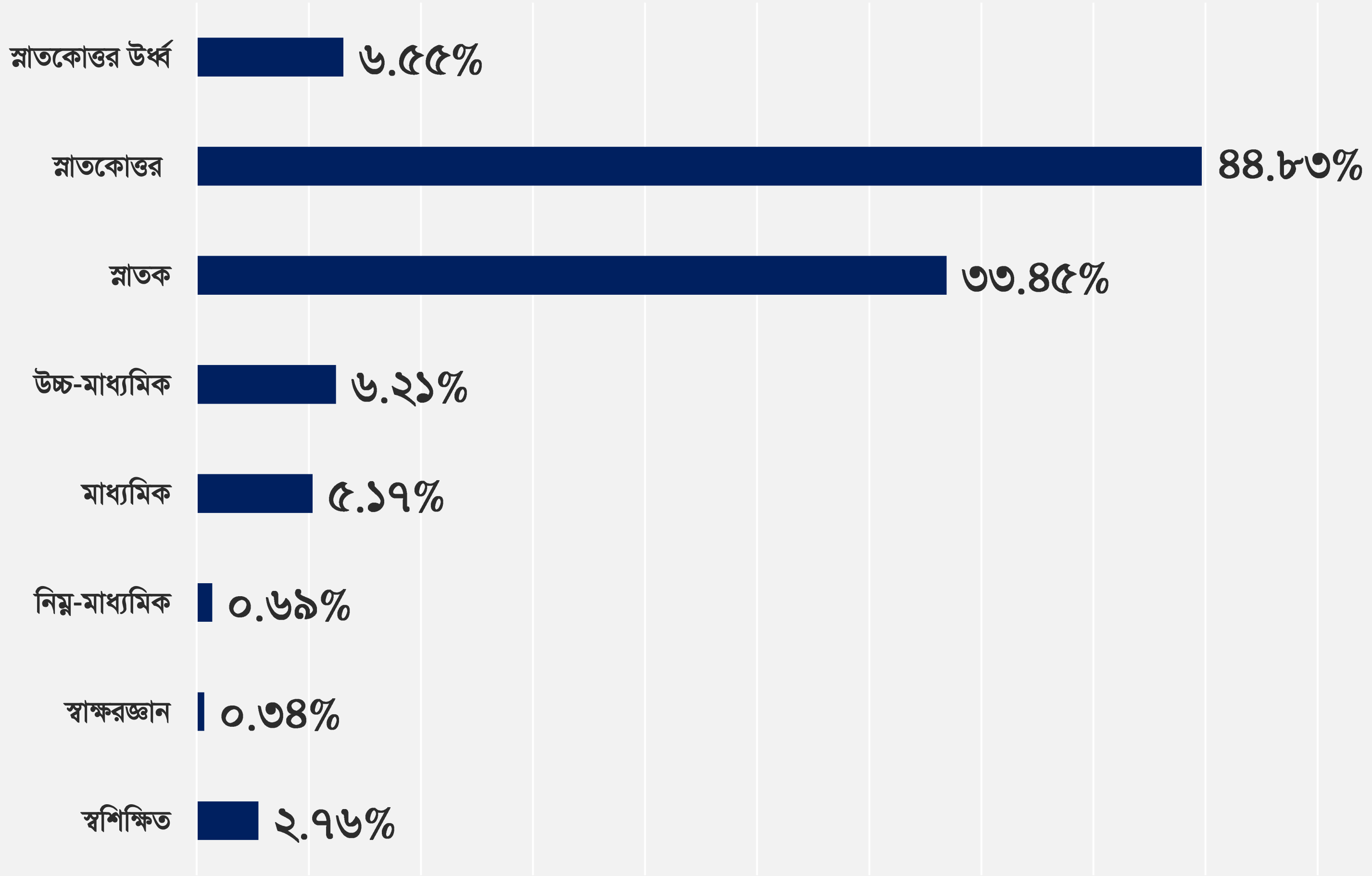

ত্রয়োদশ সংসদ: নির্বাচিত সদস্যদের পেশা

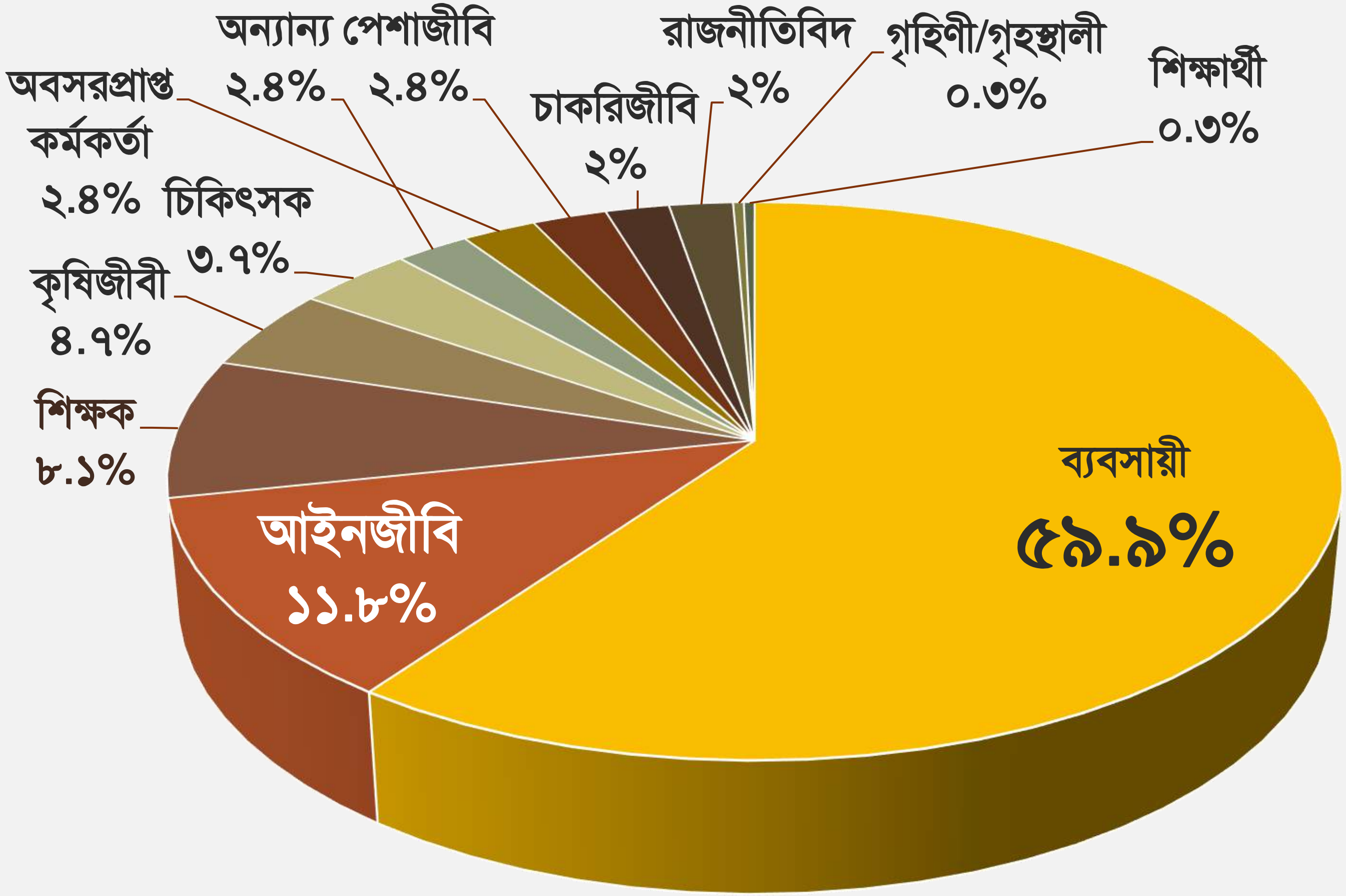

প্রায় ৬০%
নির্বাচিত সংসদ সদস্য
পেশায় ব্যবসায়ী,
আইন পেশায় রয়েছেন
১১.৮%,
শিক্ষকতা থেকে এসেছেন
৮.১%

ত্রয়োদশ সংসদ: নির্বাচিত সদস্যদের পেশা

দ্বাদশ সংসদের তুলনায় এয়োদশ সংসদে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ৫ শতাংশ কমেছে, যদিও নবম সংসদের তুলনায় ৩ শতাংশ বেড়েছে।

বিগত চারটি সংসদের তুলনায় এবারই সবচে বেশি শিক্ষক সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন, তবে সবচে কমে গেছে পেশায় রাজনীতিবিদদের সংখ্যা।

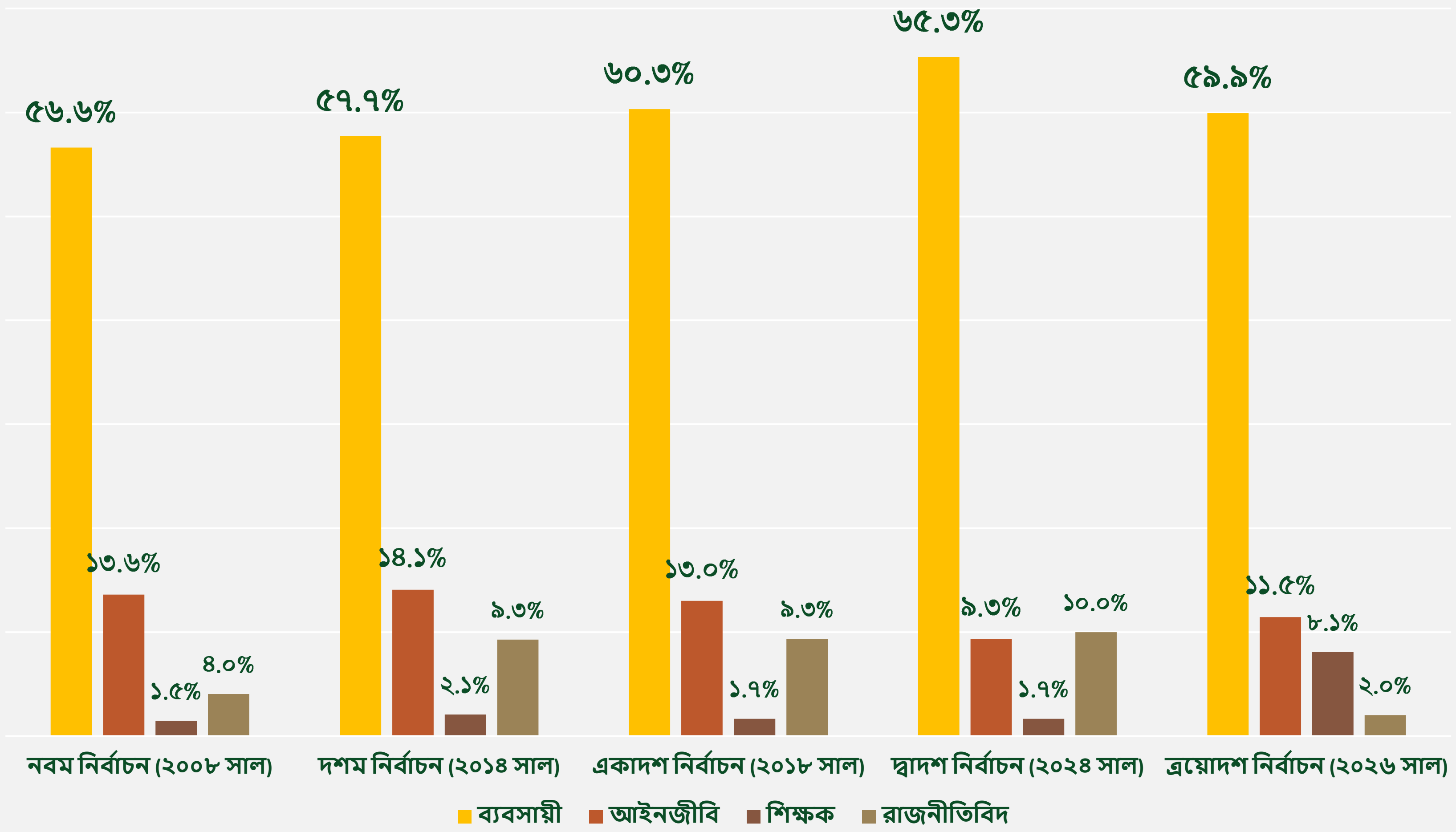

ত্রয়োদশ সংসদ: নির্বাচিত সদস্যদের আয়

ত্রয়োদশ সংসদে
৬৭.৩৪ শতাংশ
নির্বাচিত সদস্যের আয়
বার্ষিক ১০ লাখ টাকার
বেশি।
কোটি টাকার বেশি আয়
করেন **৪৮ জন**

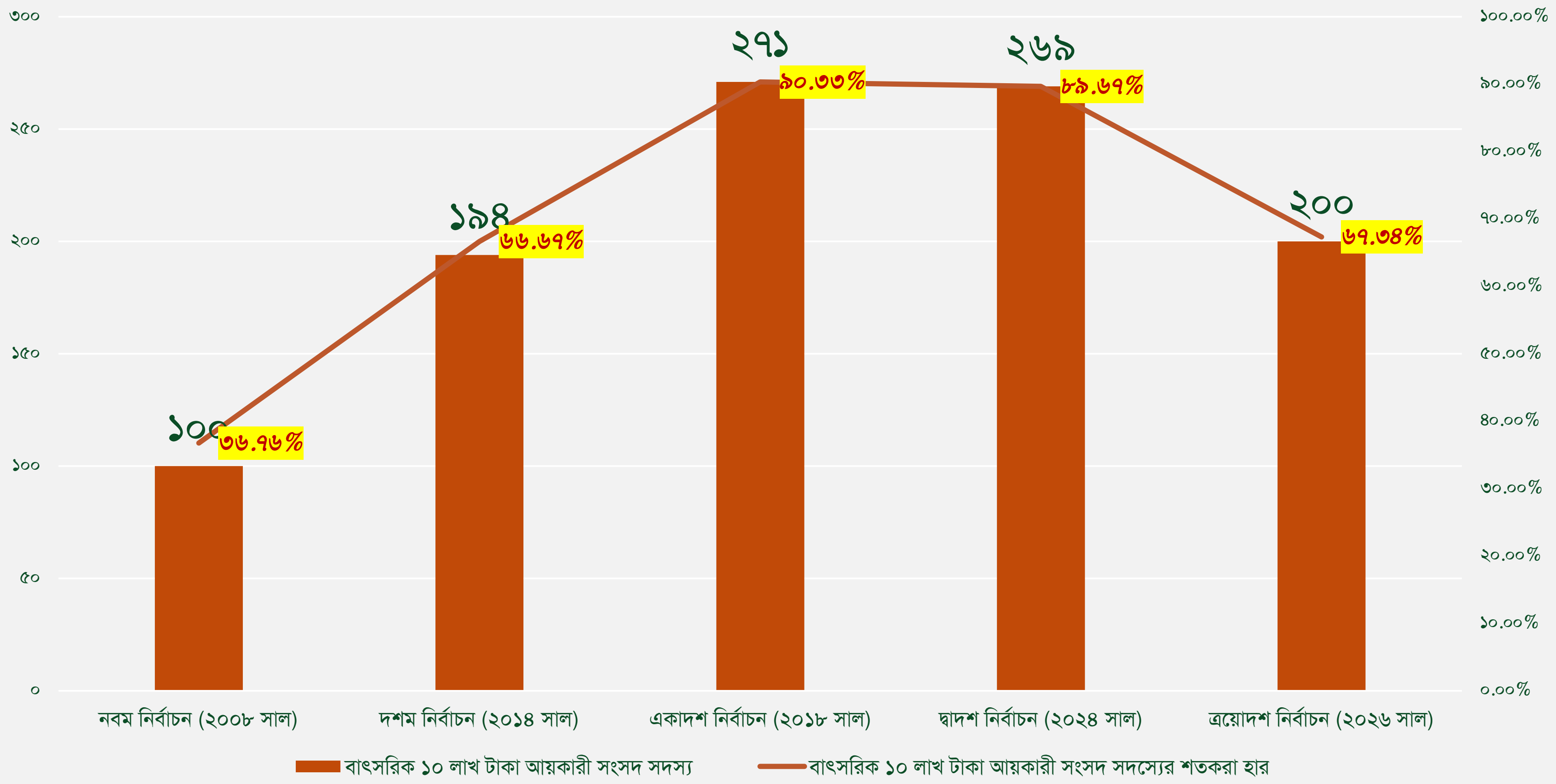

ত্রয়োদশ সংসদ: শীর্ষ দশ আয় করা নির্বাচিত সদস্য

প্রার্থী	সংসদীয় আসন	বাৎসরিক আয়	দল
জাকারিয়া তাহের	২৫৬ কুমিল্লা-৮	৫৯১,৬৯৪,৪৭২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	১৮১ ঢাকা-৮	৯৭,০৮২,১৪৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
মোঃ জসীম উদ্দিন	২৫৩ কুমিল্লা-৫	৬২,২৫২,৫৫৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
সালাহউদ্দিন আহমদ	২৯৪ কক্সবাজার-১	৬২,১৮৩,৬৩৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
ব্যারিষ্টার কায়সার কামাল	১৫৭ নেত্রকোণা-১	৫৮,২৫০,৫১৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
মোহাম্মদ মোসলেহউদ্দিন ফরিদ	০৮৬ যশোর-২	৫২,৩৯৮,৫৬০	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
আবদুল আউয়াল মিন্টু	২৬৭ ফেনী-৩	৪৩,৪৯৪,০৬০	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
লুৎফুল্লাহেল মাজেদ	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮	৪৩,৩৭৭,৮০১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
এ,বি,এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান)	২৭৭ লক্ষীপুর-৪	৩৬,৫০৪,৭৯৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
এম, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু	০৫৯ নাটোর-২	৩৪,২১০,০৫১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি

ত্রয়োদশ সংসদ: নির্বাচিত সদস্যদের অস্থাবর সম্পদ

অস্থাবর সম্পদের হিসেবে নির্বাচিত সদস্যদের ১৮৪ জনই কোটিপতি

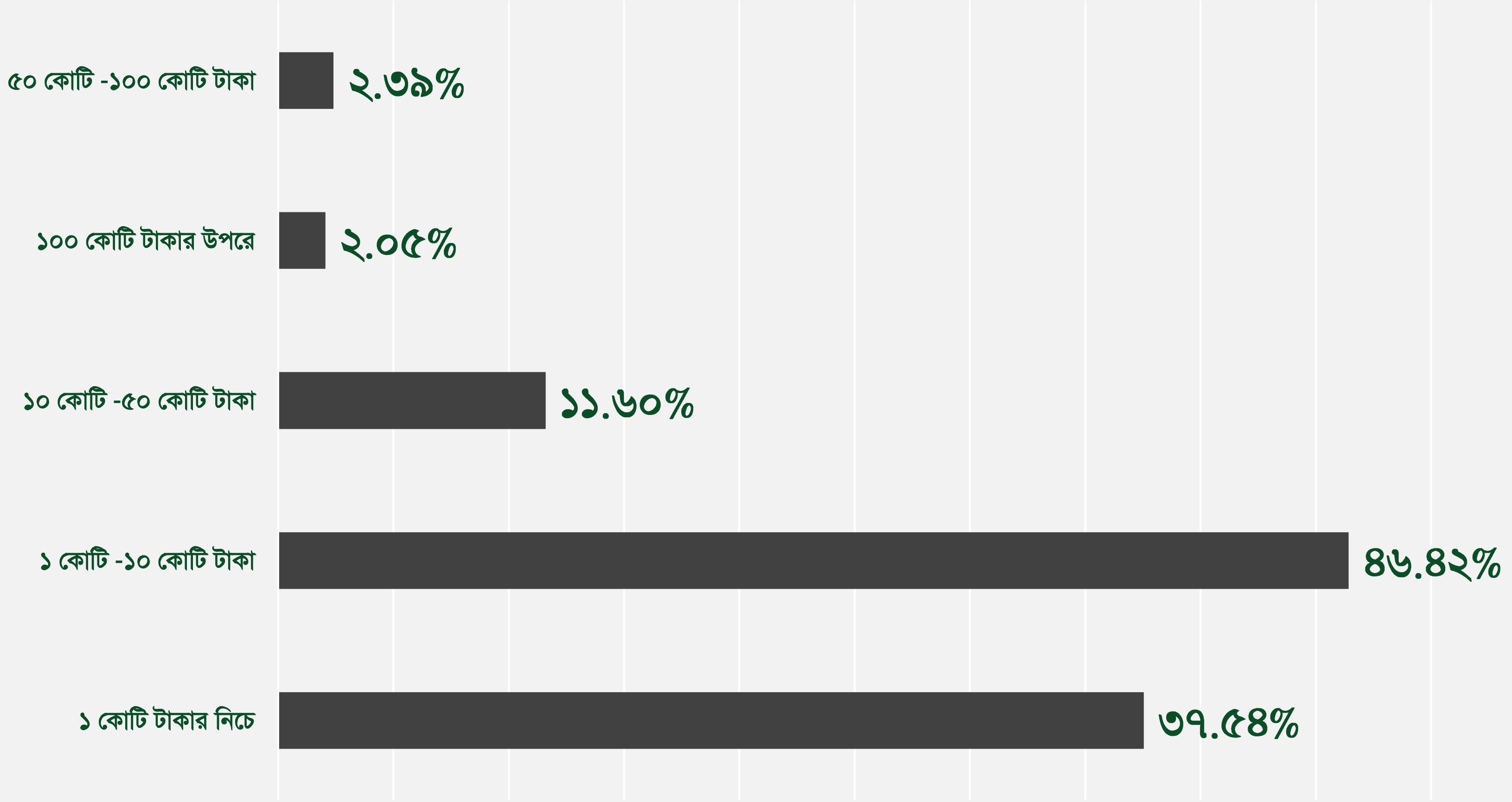

ত্রয়োদশ সংসদ: নির্বাচিত সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদ

অস্থাবর সম্পদের হিসেবে ত্রয়োদশ সংসদ সদস্যদের গড় সম্পদের পরিমান ৯ কোটি টাকা।

ত্রয়োদশ সংসদ: কমপক্ষে ১ একর জমিধারী সংসদ সদস্য

কমপক্ষে ১ একর জমি আছে প্রায় **৬২ শতাংশ** সংসদ সদস্যের, সংখ্যায় যা **১৮৪ জন**। বিগত ৪ সংসদের তুলনায় এটি সর্বোচ্চ।

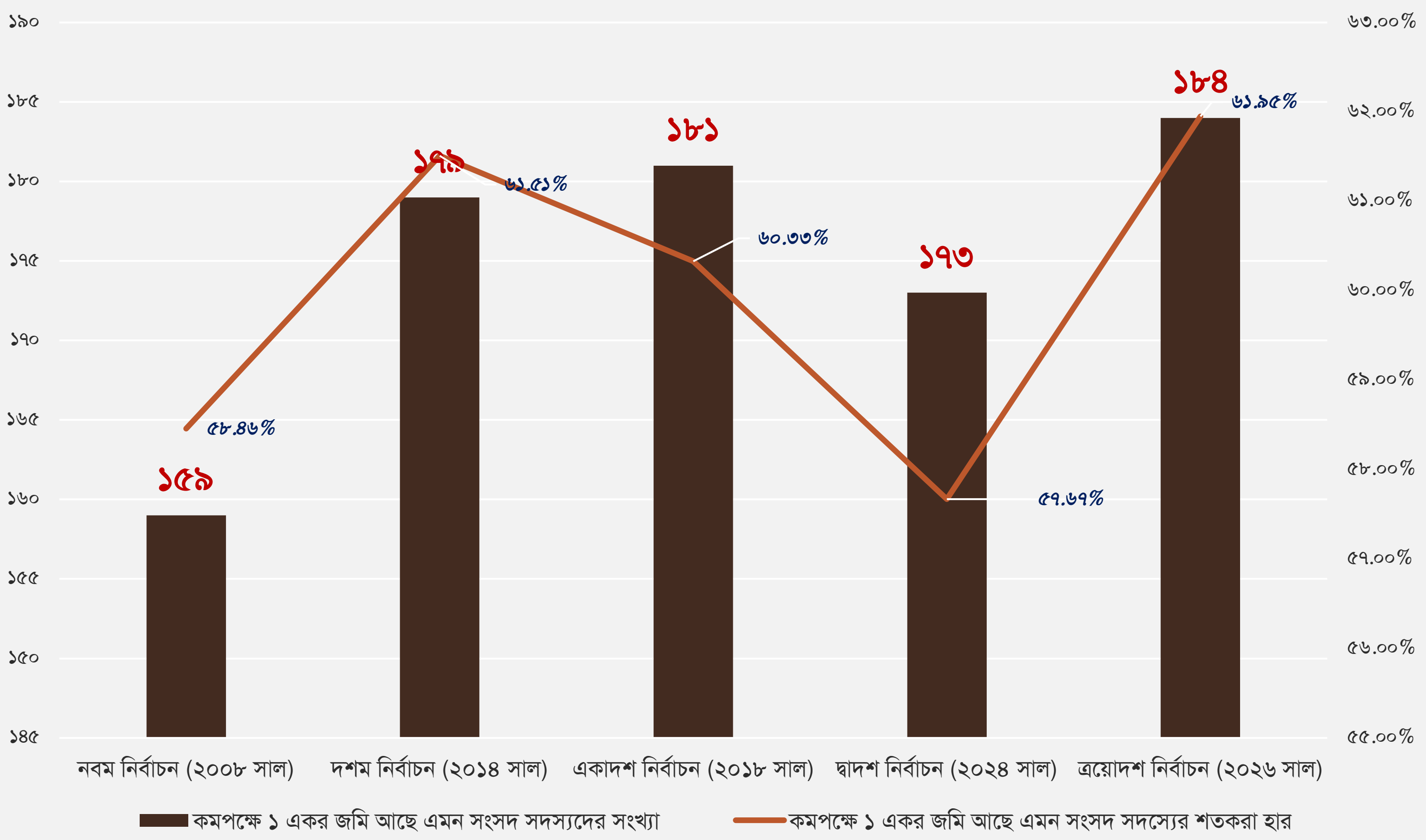

ত্রয়োদশ সংসদ: শীর্ষ ১০ জমিধারী সংসদ সদস্য

প্রার্থীর নামঃ	দল	সংসদীয় আসনঃ	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	মোট জমি
মোঃ সফিকুর রহমান (কিরন)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২২২ শরীয়তপুর-২	৮১.৫৮	৪.০৩	৮৫.৬০
সাচিং প্রু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	৩০০ বান্দারবান	১০.০০	৬৭.৮৭	৭৭.৮৭
আলফারুক আব্দুল লতীফ	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	০১৩ নীলফামারী-২	২.৩৪	৬২.৭৫	৬৫.০৯
বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	০৯৩ নড়াইল-১	৫৬.৬৪	৫.৪০	৬২.০৪
শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল	স্বতন্ত্র	১৬৬ কিশোরগঞ্জ-৫	৬১.৬৯	০.২২	৬১.৯১
সাঈদ আল নোমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২৮৭ চট্রগ্রাম-১০	০.১৭	৬০.২৪	৬০.৪১
হামিদুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	১৮০ ঢাকা-৭	৪৭.৪৫	০.২৮	৪৭.৭৩
আসাদুল হাবিব দুলু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	০১৮ লালমনিরহাট-৩	৩৬.৫১	৪.৫৯	৪১.১০
জাকারিয়া তাহের	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২৫৬ কুমিল্লা-৮	২২.৯৪	১৪.৫২	৩৭.৪৬
সালাহউদ্দিন আহমদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২৯৪ কক্সবাজার-১	৩৩.৭৯	৩.০৮	৩৬.৮৭

ত্রয়োদশ সংসদ: কমপক্ষে ৩টি দালান/এপার্টমেন্ট/খামার/বাগান আছে এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা

স্থাবর সম্পদের মূল্য অনুযায়ী কোটিপতির সংখ্যা

১৬৭ জন

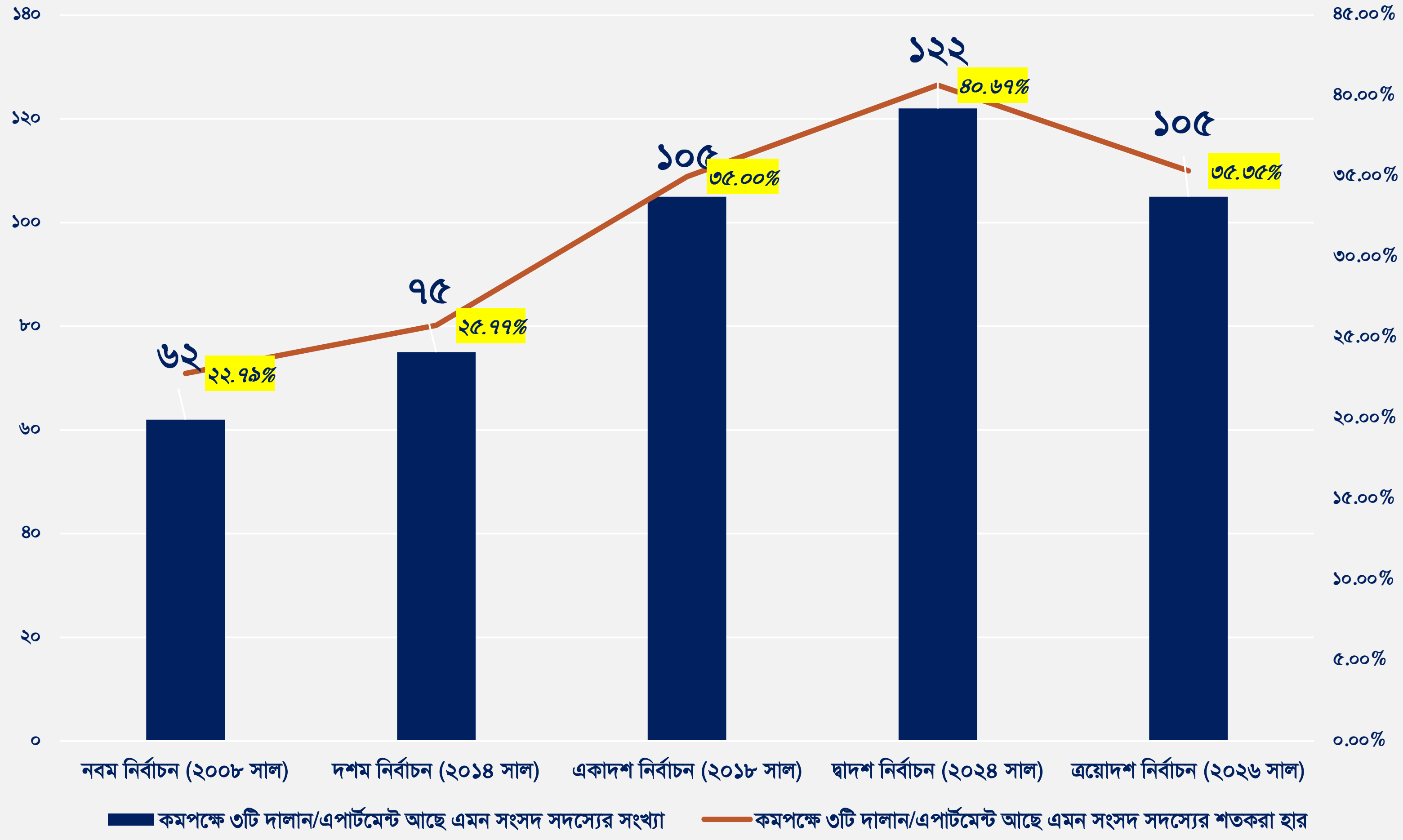

ত্রয়োদশ সংসদ: কোটিপতি সংসদ সদস্য সংসদ সদস্য

অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্য অনুযায়ী

২৩৬ জন

সংসদ সদস্য কোটিপতি

৭৯.৪৬%

কোটিপতি সংসদ সদস্য

শতকোটিপতি

১৩ জন

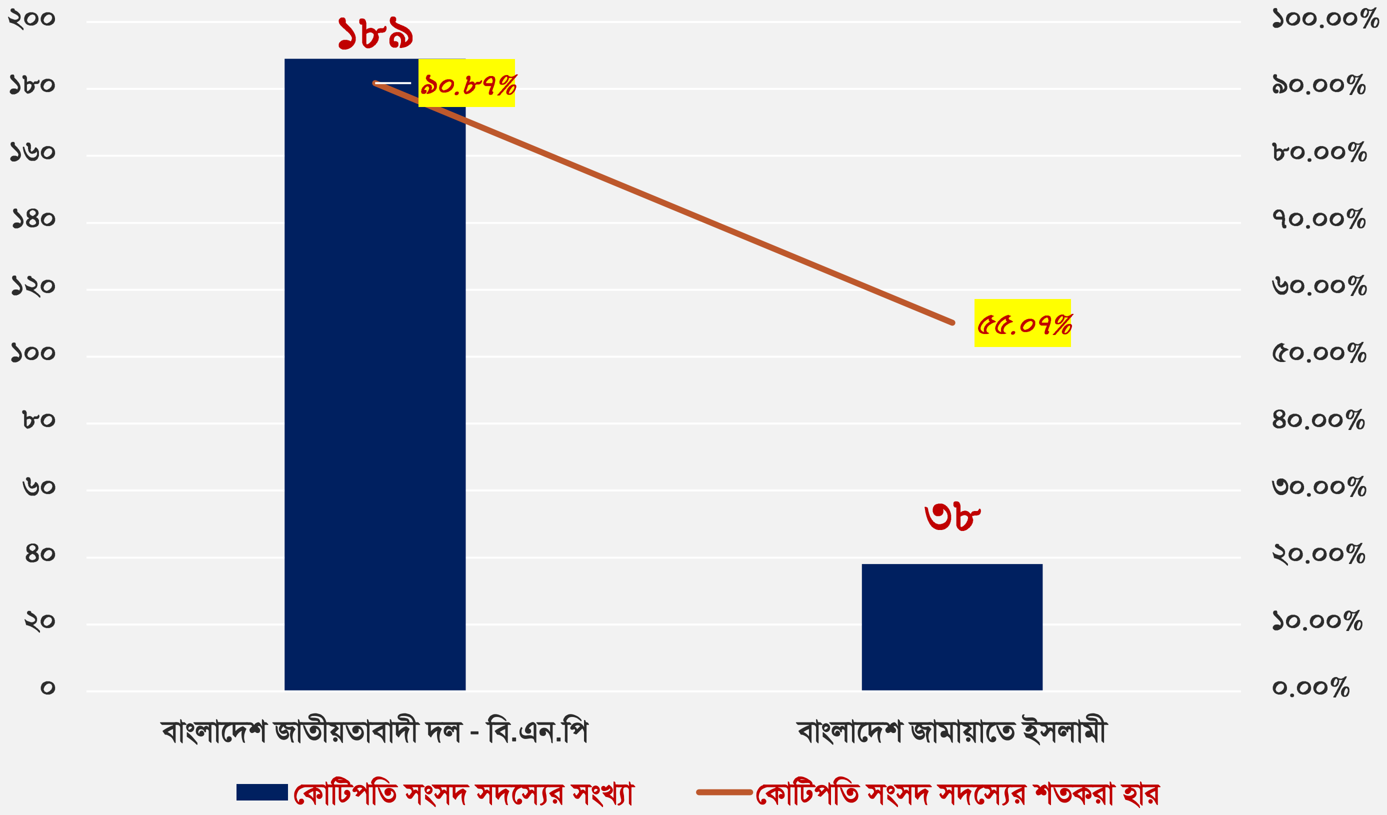

ত্রয়োদশ সংসদ: শীর্ষ ১০ শত কোটিপতি সংসদ সদস্য (স্থাবর+ অস্থাবর)

প্রার্থী	সংসদীয় আসনঃ	দল	অস্থাবর ও সম্পদের মোট মুল্য (কোটি টাকায়)
আবদুল আউয়াল মিন্টু	২৬৭ ফেনী-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	৬০৭.৯৪
ফখর উদ্দিন আহমেদ	১৫৬ ময়মনসিংহ-১১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২৯৯.৯৪
জাকারিয়া তাহের	২৫৬ কুমিল্লা-৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২৯২.২০
মোঃ জালাল উদ্দিন	২৬১ চাঁদপুর-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২৩৩.৭২
গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ	০৪০ বগুড়া-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২০৬.৫২
মোঃ সফিকুর রহমান (কিরন)	২২২ শরীয়তপুর-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	১৮৫.৯৪
হামিদুর রহমান	১৮০ ঢাকা-৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	১৬১.১৪
নাসের রহমান	২৩৭ মৌলভীবাজার-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	১৪১.৮০
মোঃ আবদুল হান্নান	২৬৩ চাঁদপুর-৪	স্বতন্ত্র	১২০.৭৪
মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি	২৭৬ লক্ষীপুর-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	১১৪.৪৮

ত্রয়োদশ সংসদ: সংসদ সদস্যদের দায় বা ঋণ

ত্রয়োদশ সংসদের অর্ধেক সংসদ সদস্যই দায় বা ঋণ রয়েছে, দলগত ভাবে বিএনপিতে এই হার ৬২ শতাংশ এবং জামায়াতে ইসলামীতে ১৬ শতাংশ।

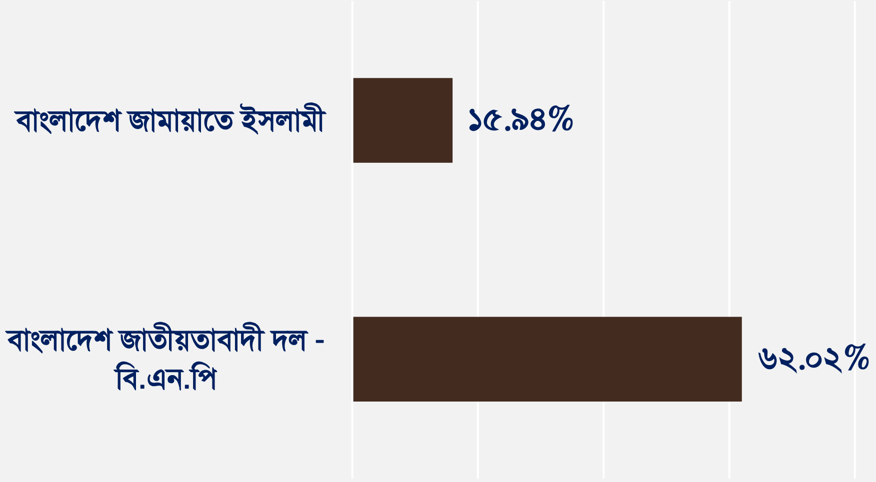

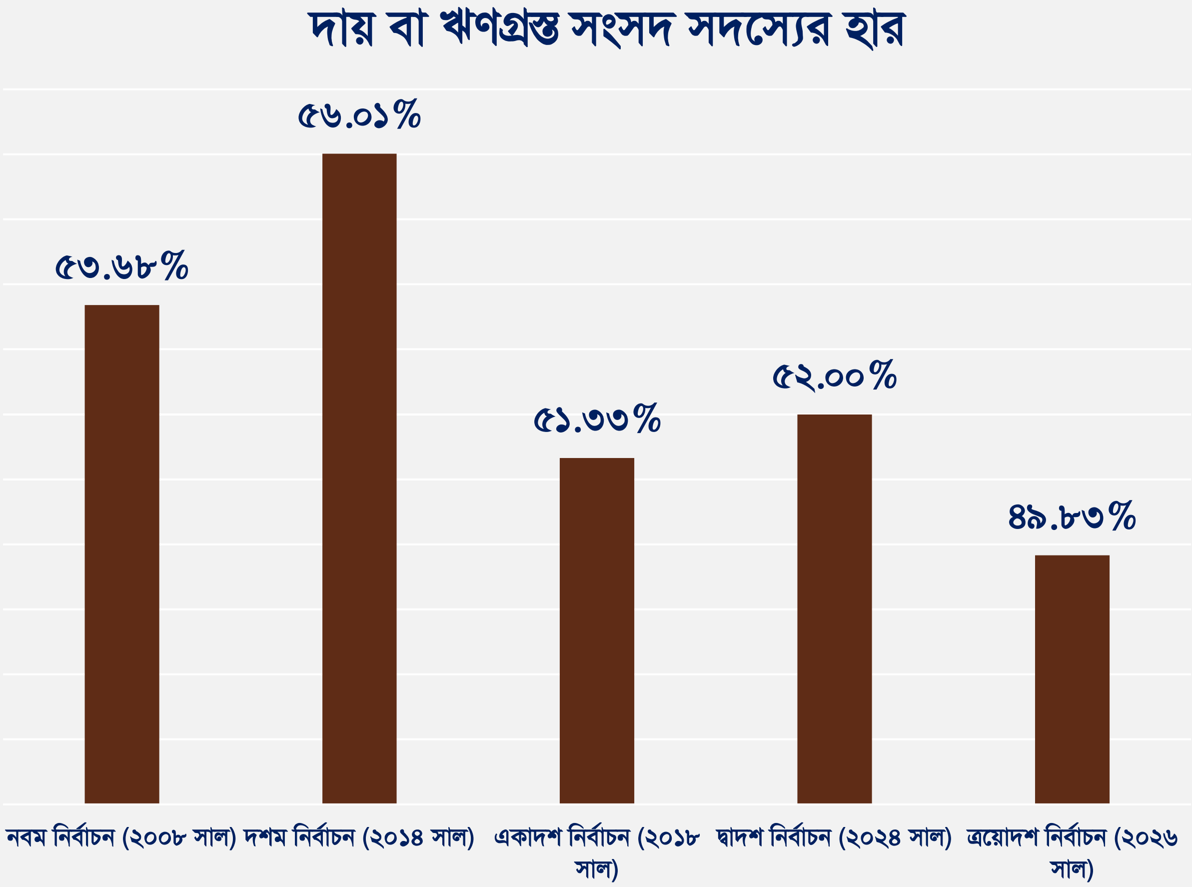

ত্রয়োদশ সংসদ: সংসদ সদস্যদের গড় এবং মোট দায় বা ঋণ

ত্রয়োদশ সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের মোট দায় বা ঋণের পরিমান **১১,৩৫৬** কোটি টাকা। যা বিগত চার সংসদের তুলনায় সর্বোচ্চ।

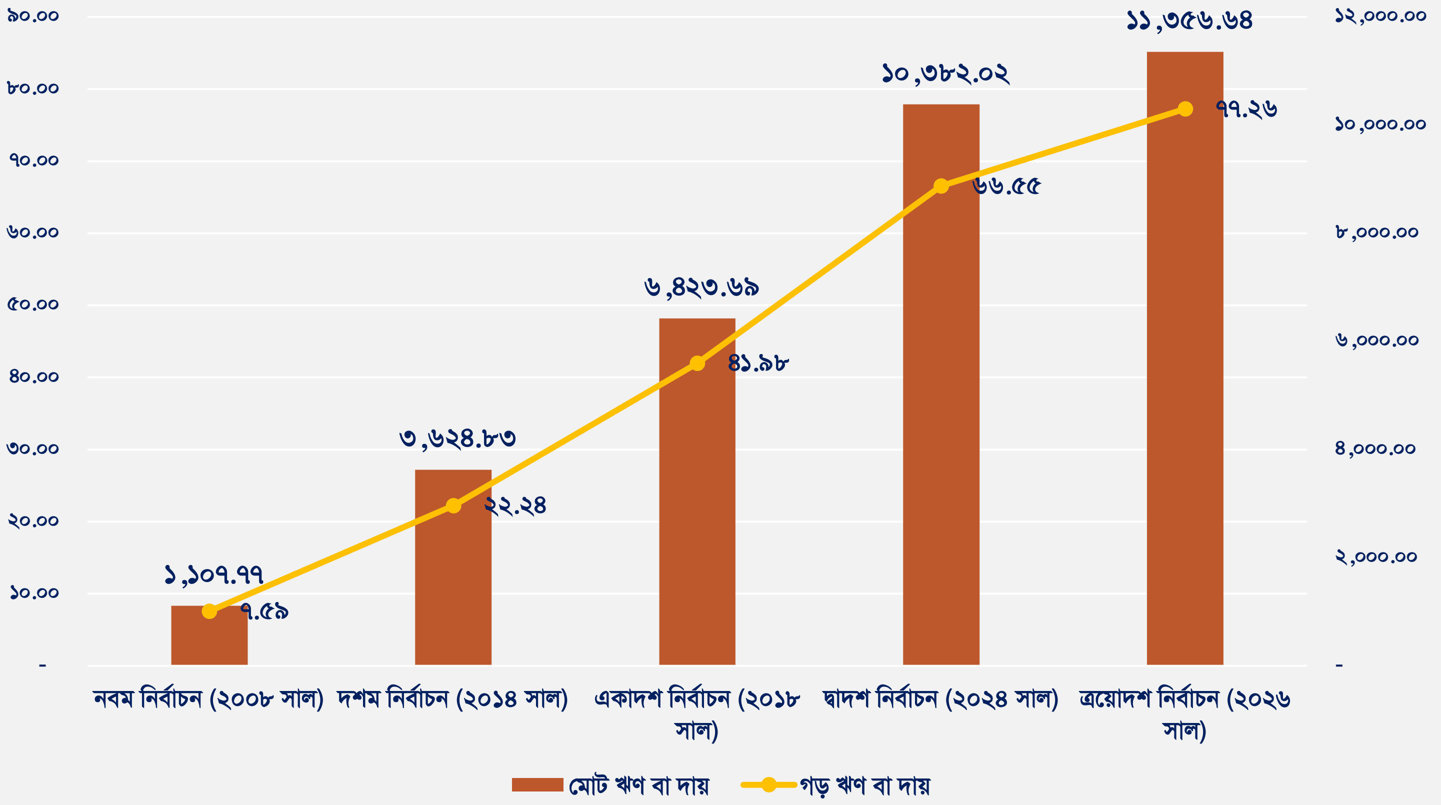

ত্রয়োদশ সংসদ: শীর্ষ ১০ ঋণ বা দায়যুক্ত সংসদ সদস্য

প্রার্থীর নাম	ঋণ বা দায়ের পরিমাণ	সংসদীয় আসন	দল
এস, এম, ফয়সল	২০৪২.৪৮	২৪২ হবিগঞ্জ-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
মোঃ খালেদ হোসেন মাহবুব	১৪৭০.৪২	২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
আফরোজা খানম	১৩৬০.৩৬	১৭০ মানিকগঞ্জ-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
মোঃ আব্দুল্লাহ্	১১১৫.০২	১৭১ মুন্সিগঞ্জ-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর	৮৪৬.৫০	২২৯ সিলেট-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
কাজী রফিকুল ইসলাম	৭৪৬.১৬	০৩৬ বগুড়া-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী	৬৯৮.৫৪	২৮৩ চট্রগ্রাম-৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু	৩২৬.৭৭	২২৩ শরীয়তপুর-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
আবদুল আউয়াল মিন্টু	২৯৮.৭৫	২৬৭ ফেনী-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম	২৯৮.১৭	২০৯ রাজবাড়ী-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি

ত্রয়োদশ সংসদ: দ্বৈত নাগরিকত্ব এবং বিদেশে আয় ও সম্পদ

৮ জন সংসদ সদস্য
দ্বৈত নাগরিকত্বধারী ছিলেন এবং ত্যাগ করেছেন

৮ জন সংসদ সদস্য
বৈদেশিক উৎস থেকে আয় করেন

৫ জন সংসদ সদস্য
বিদেশে অস্থাবর সম্পদ, বৈদেশিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বিনিয়োগের তথ্য দিয়েছেন

৩ জন সংসদ সদস্য
বাংলাদেশের বাইরে স্থাবর সম্পদ বা জমি-জমার মালিকানা রয়েছে

- শুরুতে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও, ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচনি কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা বজায় রেখেছেন। ফলে নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, আন্তঃদলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত
- নির্বাচনি সহিংসতার পাশাপাশি পতিত কর্তৃত্ববাদী শক্তির ঘোষিত নির্বাচন বিরোধী তৎপরতার ফলে অস্থিতিশীলতা এবং ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করেছে
- পূর্বের ন্যায় রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশী, পুরুষতান্ত্রিক ও গরিষ্ঠতান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার শুধু অব্যাহতই রাখেননি, বরং বিশেষ করে অর্থ ও ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে
- অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য অংশীজনের প্রয়াস ও সক্রিয়তা দৃশ্যমান ছিল। তবে, রাজনৈতিক সংঘাত এবং নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা প্রতিরোধে কমিশনের উপর আরোপিত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি।
- ৯৯ শতাংশ প্রার্থী আচরণবিধির ৫৮টি বিষয়ের মধ্যে কোন না কোনটি লঙ্ঘন করেছেন
- অনলাইন ও অফলাইন প্রচরণাসহ নির্বাচনের প্রায় প্রতিটি স্তরে দল এবং প্রার্থীরা আচরণবিধির ব্যাপক লঙ্ঘনসহ বিবিধ অনিয়ম করলেও কমিশনের সীমাবদ্ধতার কারণে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। যার ফলে নির্বাচনে সকল দল এবং প্রার্থীর জন্য প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র এবং সকল শ্রেণির ভোটারদের জন্য পরিপূর্ণ সম-অধিকারভিত্তিক সুস্থ, নিরপেক্ষ ও নিরাপদ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

- নির্বাচন আয়োজনে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে, বিশেষকরে, প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের একাংশের মধ্যে সুস্থ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে ব্যাপক অনিয়ম ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয় ছিল
- নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনকে অসহযোগিতার মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনেকের ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ ক্রমাগত দৃশ্যমান হয়েছে
- নির্বাচনি আচরণবিধি মান্য করার অঙ্গিকার করলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সেই অঙ্গিকার রক্ষা করেনি। প্রার্থীরা তাদের নির্ধারিত খরচের সীমা অতিক্রমের চর্চা অব্যাহত রেখেছে
- প্রচারণা ব্যয়ের সীমা অনলাইন ও অফলাইন একক ও যৌথভাবে ব্যাপক লঙ্ঘিত হয়েছে-শীর্ষ দুই দল বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই লঙ্ঘনের মাত্রা সর্বাধিক। অফলাইন বা প্রত্যেক্ষ প্রচারণা ব্যয় লঙ্ঘন হয়েছে নির্ধারিত সীমার তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ থেকে প্রায় ৩২৮ শতাংশ। শীর্ষে বিএনপি (৩২৭.৫%), স্বতন্ত্র (৩১৫.২%), জামায়াত (১৫৯.১%), জাতীয় পার্টি (১২৮.৬%), এনসিপি (১৯.০%)
- সার্বিকভাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে আচরণবিধি প্রতিপালনে পরিপূর্ণ সফল হয়নি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলেও রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের অনেকের মধ্যে “বিজয়ী হতেই হবে” এই চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- ত্রয়োদশ সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২.৩৬%, যা ২০০৮ সালের নবম সংসদের অর্ধেক এবং সবচে কম
- এবারের সংসদ অপেক্ষাকৃত তরুণ, প্রথমবারের মতো সংসেদ যাচ্ছেন ২০৯ জন বা ৭০ শতাংশ, সম্ভাব্য সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার দুইজনই প্রথমবারের মতো সংসদে যাচ্ছেন
- ত্রয়োদশ সংসদের ৮৪.৮৩ শতাংশই স্নাতক স্নাতকোত্তর ও উর্ধ্ব ডিগ্রিধারী।এর মধ্যে সবচে বেশি স্নাতকোত্তর ৪৪.৮৩ শতাংশ।
- এবারের সংসদেও ব্যবসায়ী পেশার প্রার্থীরাই সবচে বেশি প্রায় ৬০%, যদিও দ্বাদশ সংসদের তুলনায় এয়োদশ সংসদে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ৫ শতাংশ কমেছে, যদিও নবম সংসদের তুলনায় ৩ শতাংশ বেড়েছে।
- বিগত চারটি সংসদের তুলনায় এবারই সবচে বেশি শিক্ষক সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন, তবে সবচে কমে গেছে পেশায় রাজনীতিবিদদের সংখ্যা।
- ৭৯.৪৬% কোটিপতি সংসদ সদস্য, আর অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্য অনুযায়ী ২৩৬ জন সংসদ সদস্য কোটিপতি, আর ১৩ জন শতকোটিপতি।
- ত্রয়োদশ সংসদের অর্ধেক সংসদ সদস্যই দায় বা ঋণ রয়েছে, সদস্যদের মোট দায় বা ঋণের পরিমান ১১,৩৫৬ কোটি টাকা। যা বিগত চার সংসদের তুলনায় সর্বোচ্চ। দলগত ভাবে বিএনপিতে এই হার ৬২ শতাংশ এবং জামায়াতে ইসলামীতে ১৬ শতাংশ।

ধন্যবাদ

প্রার্থীর নির্বাচনি আচরনবিধি প্রতিপালন (শতাংশ)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য	সার্বিক
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ড ব্যবহার	৯২.৪	৮১.৮	৯৮.১	৮৫.৭	৮৩.৩	৯২.৯	৬৬.৭	**৮৮.৬**
৬০ ডেসিবেলের অধিক শব্দমাত্রায় মাইক ব্যবহার	৯৩.৯	৮১.৮	৯৪.২	৭১.৪	৭৫.০	১০০.০	৭৯.২	**৮৮.১**
পোস্টার ছাপানো এবং টাঙানো	৯২.৪	৬৩.৬	৯৬.২	২৮.৬	৭২.২	৯২.৯	৬২.৫	**৮২.৯**
যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন, কনসার্ট	৯২.৪	৭২.৭	৯৬.২	৪২.৯	৫২.৮	৯২.৯	৫০.০	**৭৯.০**
ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ এবং পিভিসি অথবা অপচনশীল দ্রব্যের ব্যবহার	৬৮.২	৩৬.৪	৭৬.৯	২৮.৬	৫২.৮	৮৫.৭	৫০.০	**৬৩.৮**
প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিসহ ৫ (পাঁচ) জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৭৮.৮	৩৬.৪	৬৫.৪	৫৭.১	৪৪.৪	৫৭.১	৪৫.৮	**৬১.৪**
'দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক ব্যবহার	৭২.৭	৪৫.৫	৬৩.৫	৪২.৯	৩৬.১	৭১.৪	৪৫.৮	**৫৮.৬**
ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	৬৫.২	২৭.৩	৭৫.০	২৮.৬	৪৭.২	৫৭.১	৩৭.৫	**৫৭.৬**
নির্বাচনি এলাকায় ২০টির বেশি বিলবোর্ড টাঙানো	৭৭.৩	২৭.৩	৭৫.০	০.০	৩০.৬	৫৭.১	১২.৫	**৫৪.৮**
নির্বাচনি ক্যাম্পে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান	৬৯.৭	২৭.৩	৫৭.৭	৪২.৯	৪১.৭	৫৭.১	২৯.২	**৫৩.৩**
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি	৬৬.৭	৩৬.৪	৫১.৯	২৮.৬	২৫.০	৬৪.৩	২০.৮	**৪৭.৬**

প্রার্থীর নির্বাচনি আচরনবিধি প্রতিপালন (শতাংশ)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য	সার্বিক
প্রার্থীর নিজের এবং দলীয় প্রধানের ছবি এবং প্রতীক ছাড়া অন্য কোনো প্রতীক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার	৮৩.৩	২৭.৩	৩৬.৫	০.০	১৩.৯	৬৪.৩	১৬.৭	**৪৫.২**
ইউনিয়ন, পৌরসভা কিংবা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৬৮.২	২৭.৩	৫১.৯	১৪.৩	১৯.৪	৫৭.১	১৬.৭	**৪৫.২**
ফেস্টুনের আয়তন ১৮" X ২৪" এর বেশি	৫৭.৬	০.০	৫১.৯	০.০	৩০.৬	৪২.৯	২৯.২	**৪২.৪**
ব্যানারের আয়তন ১০ ফুট X ৪ ফুট এর বেশি	৫৯.১	৯.১	৪৮.১	১৪.৩	২২.২	৪২.৯	২৫.০	**৪১.০**
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ	৫৪.৫	২৭.৩	৫০.০	৪২.৯	১৩.৯	২৮.৬	৮.৩	**৩৭.৬**
নির্বাচনের আগে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	৫০.০	৯.১	৩০.৮	০.০	২২.২	৬৪.৩	২০.৮	**৩৪.৩**
ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কারো চেহারা বিকৃত করা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত মনগড়া তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর আধেয় (কনটেন্ট) তৈরি ও প্রচার	৪৫.৫	০.০	৪৬.২	১৪.৩	১৬.৭	৩৫.৭	১২.৫	**৩২.৯**
বিলবোর্ড এর আয়তন ১৬ ফুট X ৯ ফুট এর বেশি	৪২.৪	১৮.২	৩৬.৫	২৮.৬	১৯.৪	২৮.৬	১৬.৭	**৩১.৪**
নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো প্রকার ড্রোন বা কোয়াডকোপ্টার ব্যবহার	৪৭.০	৩৬.৪	৪২.৩	১৪.৩	২.৮	৪২.৯	০.০	**৩১.০**
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৪৩.৯	৯.১	৩৬.৫	১৪.৩	১১.১	৪২.৯	১৬.৭	**৩০.৫**

প্রার্থীর নির্বাচনি আচরনবিধি প্রতিপালন (শতাংশ)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য	সার্বিক
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল	৪৭.০	৩৬.৪	২৫.০	০.০	১৬.৭	৫৭.১	৪.২	৩০.০
গেইট বা তোরণ নির্মাণ	৪৭.০	০.০	২৮.৮	০.০	১৩.৯	৩৫.৭	৪.২	২৭.১
ভোট শুরুর পূর্বের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রচারণা	৩৪.৮	১৮.২	২৮.৮	২৮.৬	১৬.৭	২৮.৬	২০.৮	২৭.১
অনুমতি গ্রহণ না করে জনসভা	৪২.৪	৯.১	২৫.০	১৪.৩	১৬.৭	৩৫.৭	৪.২	২৬.২
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদির ওপর অন্য প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ফেস্টুন, ব্যানার লাগানো বা ক্ষতিসাধন	৪৩.৯	৯.১	২৮.৮	০.০	০.০	৪২.৯	১৬.৭	২৬.২
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, কোনো তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দান	৩৪.৮	২৭.৩	২৫.০	১৪.৩	০.০	৫০.০	১৬.৭	২৪.৩
বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৩৬.৪	০.০	২১.২	০.০	৮.৩	৫০.০	১৬.৭	২৩.৩
নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা উস্কানিমুলক ভাষা ব্যবহার করা	৩৬.৪	৯.১	২১.২	১৪.৩	২.৮	২৮.৬	১৬.৭	২১.৯
প্রার্থীর বা তাহার পক্ষের কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ	৩০.৩	১৮.২	২১.২	২৮.৬	১৩.৯	২১.৪	৮.৩	২১.৪
প্রার্থীর কোনো প্রকার সংবর্ধনা গ্রহণ	৩৪.৮	৯.১	২১.২	০.০	০.০	৪২.৯	৮.৩	২০.৫
প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন বা এসংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ	৩৭.৯	৯.১	১৭.৩	১৪.৩	৮.৩	১৪.৩	৪.২	২০.০

প্রার্থীর নির্বাচনি আচরনবিধি প্রতিপালন (শতাংশ)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য	সার্বিক
পোস্টারে নির্বাচনি প্রতীক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি	১৫.২	০.০	৪০.৪	০.০	১১.১	২৮.৬	৪.২	১৯.০
সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন	৩১.৮	০.০	১৭.৩	০.০	৮.৩	২৮.৬	১২.৫	১৯.০
লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের আয়তন ৮.২৭" X ১১.৬৯" (A4) এর বেশি	২৪.২	০.০	১৭.৩	০.০	২২.২	২১.৪	৮.৩	১৮.১
অনভিপ্রেত গোলোযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ	৩০.৩	০.০	১১.৫	১৪.৩	৫.৬	৪২.৯	৮.৩	১৭.৬
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা	৩৩.৩	০.০	৫.৮	১৪.৩	২.৮	৩৫.৭	৪.২	১৫.৭
ভোটার স্লিপ এর আয়তন ১২ সে.মি. X ৮ সে.মি. এর অধিক	২৭.৩	১৮.২	১৩.৫	০.০	৮.৩	১৪.৩	৪.২	১৫.৭
পোস্টারে কোনো অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিতে ছবি ছাপানো	২১.২	০.০	১১.৫	০.০	৫.৬	২৮.৬	৪.২	১২.৯
দেওয়ালে লিখে বা অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	১৩.৬	০.০	৫.৮	০.০	২২.২	৭.১	৪.২	১০.৫
সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি স্থানে প্রচার বা অবস্থান	৯.১	৯.১	১৩.৫	০.০	২.৮	৭.১	০.০	৭.৬
নির্বাচনি প্রচারণায় হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা (দলীয় প্রধান ও সাধারন সম্পদক ব্যতীত) এবং প্রচার সামগ্রী বিতরন	১৩.৬	০.০	৩.৮	১৪.৩	০.০	৭.১	৪.২	৬.৭
কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ	১০.৬	০.০	৫.৮	১৪.৩	২.৮	০.০	৪.২	৬.২
মনোনীত প্রার্থী কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বা সদস্য থেকে নির্বাচনি প্রচারনা চালানো	৪.৫	০.০	৭.৭	০.০	৫.৬	০.০	৮.৩	৫.২

প্রার্থীর নির্বাচনি আচরনবিধি প্রতিপালন (শতাংশ)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য	সার্বিক
নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন	৬.১	০.০	৫.৮	১৪.৩	০.০	৭.১	৪.২	৪.৮
নির্বাচনি প্রচারণায় প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার	৭.৬	০.০	১.৯	১৪.৩	০.০	১৪.৩	০.০	৪.৩
প্রচারণার অংশ হিসেবে আলোকসজ্জা	১.৫	০.০	১.৯	০.০	০.০	০.০	০.০	১.০
নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র ব্যবহার	১.৫	০.০	১.৯	০.০	০.০	০.০	০.০	১.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন	১.৫	০.০	০.০	০.০	০.০	৭.১	০.০	১.০